জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প

BANGLADESH RURAL WATER, SANITATION AND HYGIENE FOR HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT PROJECT

শ্রম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এলএমপি)

Labor Management Procedure (LMP)

এপ্রিল ২০২০

সারসংক্ষেপ

প্রকল্পের জন্য শ্রম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এলএমপি) জাতীয় শ্রম আইনের পাশাপাশি ইএসএস ২ এবং ইএসএস ৪ এর লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

এই এলএমপি বাস্তবায়নকারী সংস্থা (আইএ) - জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) – কর্তৃক প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রম নিয়োগের সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং প্রভাবগুলো মূল্যায়ন করবে; এছাড়া ইএসএস এবং শ্রম নীতি ও বিধানের আলোকে প্রশমণ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এদের চিহ্নিত করবে।

বিভিন্ন ধরণের কর্মী (সরাসরি ও চুক্তিভিত্তিক), তাদের আনুমানিক সংখ্যা, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি এই এলএমপিতে প্রকাশ করা হয়েছে। মূল সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি যেমন-বিবেকবর্জিত অতিরিক্ত শ্রম, ওএইচএস, কমিউনিটির ঝুঁকি, বর্জ্য উৎপাদন, সুবিধাবঞ্চিত ও দুস্থদের প্রকল্পের সুবিধা থেকে বাদ দেয়া, শিশুদের জোরপূর্বক শ্রমে লাগানো ও শোষণ করা এবং কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতিতে কাজ করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রকল্পের আকার, সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক (ইএস) ঝুঁকি ও প্রভাব, ইএস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও সমাধানে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সামর্থ এবং যে কারণে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হচ্ছে তা বিবেচনায় ইএস মূল্যায়নে প্রকল্পটি 'মধ্যম ঝুঁকি' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ইএসএস, শ্রম আইন ২০০৬ (২০১৩ ও ২০১৮ এর সংশোধনী সহ), জাতীয় শিশু শ্রম নির্মূল নীতি ২০১০ এর বিধানসমূহ, কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সরকারি এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকার প্রয়োজনীয়তা ও বাধ্যবাধকতাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা ও উল্লেখ করা হয়েছে। কর্মসংস্থান, ওএইচএস, এবং শিশু/জোরপূর্বক শ্রম ইত্যাদির অন্তর্ভুক্তির প্রধান প্রধান বিষয়গুলোও গাইডলাইনে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রমিকদের জন্য একটি অভিযোগ প্রতিবিধান ব্যবস্থা (জিআরএম) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যাতে ঠিকাদারের দ্বারা নিযুক্ত যে কোনও সম্ভাব্য অসন্তুষ্টি, উদ্বেগের বিষয়ে যে কেউ নোটিশ উত্থাপন করতে পারে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থার জন্য একটি ঠিকাদার ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন যুক্ত করা হয়েছে যাতে ইএস এর প্রয়োজনীয়তায় ইএসএস এবং জাতীয় আইন ও নীতিমালা অনুসারে ঠিকাদার নির্বাচন, পরিচালনা, মনিটরিং ও পথনির্দেশ করা যায়।

এই এলএমপি বিষয়ে বিডিং ডকুমেন্ট এ চুক্তির সাধারণ স্পেসিফিকেশন হিসেবে একটি অংশ থাকবে। ঠিকাদার কর্তৃক সাইট-ভিত্তিক শ্রম ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন টেন্ডার ডকুমেন্টেসে সাধারণ আইটেমের অংশ হিসাবে বিল অফ কোয়ান্টিটিজে (বিকিউ) অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

বিষয়সূচী

সারসংক্ষেপ ১

সংক্ষিপ্ত শব্দ এবং পূর্নাঙ্গ রূপ ৩

১. ভূমিকা..৪

২. এক নজরে প্রকল্পে শ্রম ব্যবস্থাপনা..৪

৩. মূল সম্ভাব্য শ্রম ঝুঁকি নিরূপণ ৭

৪. এক নজরে শ্রম নীতিসমূহ: বিধি-বিধান ৮

৫. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী ও পদ্ধতিসমূহ.. ০৯

৬. নীতিমালা ও পদ্ধতি ১১

৭. চাকুরির মেয়াদ ১৩

৮. শর্তাবলী..১৩

৯. অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা ১৪

১০. ঠিকাাদর ব্যবস্থাপনা ১৫

১১. প্রাথমিক সরবরাহ ও কমিউনিটির কর্মী ১৬

১২. কমিউনিটির স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ১৬

সংযুক্তি

সংযুক্তি : ঠিকাদারের চুক্তির সাধারণ গাইডলাইন : নির্মাণ প্রকল্পে কোভিড-১৯ বিবেচনা

List of Acronyms and Abbreviations

BCC	Behavioral Change Communications
CBA	Collective Bargaining Agent
CoC	Code of Conduct
COVID-19	CORONA Virus Disease-19
DPHE	Department of Public Health and Engineering
EHSG	Environmental and Health Safety Guidelines
EMP	Environmental Management Plan
ESIA	Environmental and Social Impact Assessment
ESMF	Environmental and Social Management Framework
ESF	Environmental and Social Framework
ESS	Environmental and Social Standards
GBV	Gender Based Violence
GIIP	Good International and Industry Practices
GRC	Grievance Redress Committee
GRM	Grievance Redress Mechanism
IVC	Independent Verification Consultant
LE	Local Entrepreneurs
LMP	Labor Management Procedures
M&E	Monitoring and Evaluation
OH&S	Occupational Health and Safety
PKSF	Palli Karma Shohaok Foundation
PMU	Project Management Unit
SBD	Standard Bidding Documents
SHEQ	Safety, Health and Environmental Quality
WASH	Water Sanitation and Hygiene
WB	The World Bank
WHO	World Health Organization

১. ভূমিকা

একটি প্রকল্পের কাজ পরিচালনার মৌলিক উপাদান হ'ল শ্রমশক্তি, তাই শ্রম সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। শ্রম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এলএমপি) বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর পাশাপাশি বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত এবং সামাজিক কাঠামো, বিশেষত পরিবেশগত ও সামাজিক মান ২: শ্রম ও কাজের শর্তাবলী (ইএসএস২) এবং স্ট্যান্ডার্ড ৪: কমিউনিটি স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা (ইএসএস ৪) পূরণের জন্য তৈরি করা হয়েছে। জাতীয় আইন ও নীতিমালার পাশাপাশি বিশ্বব্যাংকের ইএসএস ২ এবং ইএসএস ৪ এর প্রয়াজনীয়তা সংযুক্তি এ-তে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত প্রোটোকলের প্রয়োগও এই এলএমপিতে বিবেচিত হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ ও অদক্ষ উভয় ধরনের শ্রমিককে কাজে লাগাতে হবে। এলএমপি-তে প্রকল্পের কাজে নিযুক্ত হওয়া সরাসরি বা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের সার্বিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিযুক্ত ঠিকাদারদের নির্মাণমূলক ক্রিয়াকলাপের চুক্তির জন্য শ্রম ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এলএমপি) প্রস্তুত করতে হবে। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঠিকাদারদের আইনী বাধ্যবাধকতার অংশ হিসাবে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া প্রস্তুত করে তা চুক্তিতে সন্নিবেশ করতে পারে। প্রকল্প পরিচালন ইউনিট (পিএমইউ) প্রাথমিক স্ক্রিনিং হিসেবে পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর মূল্যায়ন করবে।

২. এক নজরে প্রকল্পে শ্রম ব্যবস্থাপনা

এলএমপি প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সার্বক্ষণিক, খণ্ডকালীন, অস্থায়ী, মৌসুমী বা অভিবাসী শ্রমিকসহ সকল শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের জন্য ইএসএস ২ অনুযায়ী নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে এলএমপি প্রযোজ্য:

ক. প্রত্যক্ষ শ্রমিক: প্রকল্পের সাথে বিশেষভাবে কাজ করার জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা বা প্রকল্প পরিচালনা ইউনিট (পিএমইউ) নিজেদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত বা নিয়োগকৃত ব্যাক্তি ব্যক্তিবর্গ;

খ. চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক: ঠিকাদার কর্তৃক নিযুক্ত বা নিয়োগকৃত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যারা মূল কাজ সম্পাদনের সাথে জড়িত অর্থাৎ প্রকল্পের পানির পাইপলাইন ও স্যানিটেশন সুবিধা নির্মাণ ও স্থাপন ইত্যাদি;

প্রকল্পটিতে প্রাথমিক সরবরাহকারী, কমিউনিটির শ্রমিক ও নিরাপত্তা বাহিনী জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে, প্রাথমিক সরবরাহ কর্মীরা নিযুক্ত থাকলে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে কোনও শিশু শ্রমিক অথবা জোড়পূর্বক শ্রমিক নিয়োজিত করা হবে না এবং নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য ওএইচএস অনুসরণ করা হবে। তবুও যদি নিরাপত্তা কর্মীরা প্রকল্পের সাইট বা মালামাল সুরক্ষার জন্য নিযুক্ত থাকেন, তবে ঋণগ্রহীতা (i) যৌক্তিকভাবে অনুসন্ধান করে দেখবে তাদের নিয়োগকৃত নিরাপত্তা কর্মী নিরাপত্তা প্রদানে পূর্বে কোন অনিয়ম করেছে কি না; (ii) শক্তি প্রয়োগের (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আগ্নেযাস্ত্র প্রয়োগের) জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করবে (অথবা প্রশিক্ষণ রয়েছে কি না যাচাই করবে) যাতে শ্রমিক ও আক্রান্ত জনসাধারণের সাথে যথাযথ আচরণ করে; এবং (iii) প্রযোজ্য আইন ও ইসিএসপিতে নির্ধারিত নীতিমালার আলোকে তাদের কাজ করতে হবে।

সরকারি বেসামরিক কর্মকর্তা যারা এই প্রকল্পে সহায়তা দেবে, তারা তাদের বিদ্যমান সরকারি খাতের কর্মসংস্থান চুক্তি বা ব্যবস্থাপনার শর্তাবলীর আওতায় থাকবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা (আইএ)

এই প্রকল্পে দুটি বাস্তবায়নকারী সংস্থা রয়েছে - জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

ডিপিএইচই প্রকল্পের আওতায় পাবলিক অবকাঠামো উন্নয়নে মূল ভূমিকা পালন করবে। এটি নলবাহিত পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ও কমিউনিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি সহ জনসাধারণের ওয়াশ সুবিধাদি স্থাপন ও অতিদরিদ্রদের জন্য স্যানিটেশন অনুদানের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। ডিপিএইচই উচ্চ জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে পানি সরবরাহের সম্ভাব্যতা যাচাই, নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, ওয়াশ আচরণগত পরিবর্তন যোগাযোগের (বিসিসি) প্রচারণা বাস্তবায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

পিকেএসএফ ছোট ছোট ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বল্প মূলধন সরবরাহের জন্য দায়বদ্ধ, যার ফলস্বরূপ প্রকল্প এলাকার পরিবারগুলি তাদের ওয়াশ সুবিধা উন্নয়নের জন্য ঋণ সহায়তা পাবে, এ ছাড়াও পিকেএসএফ এসডিজি-৬ এর আলোকে ওয়াশ সুবিধার জন্য চাহিদা তৈরি ও স্থাপনের জন্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ও স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

প্রকল্প পরিচালনা ইউনিট (পিএমইউ)

ডিপিএইচই এর পিএমইউ একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক, একজন উপ প্রকল্প পরিচালক এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্রয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, পরিবেশ ও সামাজিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষায়িত ব্যক্তি নিয়ে গঠিত হবে যারা ডিপিএইচই-র মধ্য থেকে অথবা বাইরে থেকে নিয়োগ প্রাপ্ত হাতে পারবেন।

পিকেএসএফ এর পিএমইউ প্রকল্প বাস্তবায়নকাল পর্যন্ত একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্রয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, পরিবেশ ও সামাজিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষায়িত ব্যক্তি নিয়ে গঠিত হবে যারা পিকেএসএফের মধ্য থেকে অথবা বাইরে থেকে নিয়োগ প্রাপ্ত হতে পারবেন।

নলবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও স্যানিটেশন সুবিধা নির্মাণে কর্মী

নির্মাণ কাজ বেশিরভাগই ১৮ টি জেলার ৭৮ টি উপজেলায় জনসমাগমস্থল ও পরিবার পর্যায়ে নলবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও স্যানিটেশন সুবিধা তৈরিতে সংঘটিত হবে। নিম্নোক্ত উপাদানগুলো নির্মাণ কাজের অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

পানি সরবরাহ

পানি সমস্যাগ্রস্থ এলাকার ৩০০-৭০০ টি পরিবারের জন্য বড় আকারের নলবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা মোট ৭৮ টি পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজ করবে। এটি ডিপিএইচই দ্বারা উন্মুক্ত টেণ্ডারের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ হবে। এই ব্যবস্থার অধীনে বোরিংয়ের কাজ, পাইপ নেটওয়ার্কিং, নদীর গভীরতা নির্ণয়, ওভারহেড ট্যাঙ্ক সেটআপ ইত্যাদির প্রয়োজন হবে। প্রকল্পের মোট ৭৮ টি পানি সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য প্রায় ২৫ জন ঠিকাদারের অধীনে আনুমানিক শ্রমিকের প্রয়োজন হবে ১৫০০ জন এবং কোন একক ঠিকাদার একাধিক সরবরাহ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে পারবে।

৩,০০০ টি ছোট নলবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন করা হবে যেখানে প্রতিটি পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় ৩০-৪০ টি পানি সমস্যাগ্রস্ত পরিবার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এটি ডিপিএইচই দ্বারা উন্মুক্ত টেণ্ডারের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ হবে। এই ব্যবস্থার অধীনে বোরিংয়ের কাজ, পাইপ নেটওয়ার্কিং, নদীর গভীরতানির্ণয়, ওভারহেড ট্যাঙ্ক সেটআপ ইত্যাদির প্রয়োজন হবে। প্রকল্পের মোট ৩,০০০ টি পানি সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য প্রায় ২৫ জন ঠিকাদারের অধীনে আনুমানিক শ্রমিকের প্রয়োজন হবে ৫০০ জন এবং কোন একক ঠিকাদার একাধিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে পারবে।

স্যানিটেশন এবং হাইজিন

এ খাতের আওতায় ৩১২ টি স্যানিটেশন ও হাইজিন সুবিধা (ল্যাট্রিন ও অন্যান্য সুবিধাসহ) বাস টার্মিনাল, লঞ্চ টার্মিনাল, বাজার, স্কুল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে স্থাপন করা হবে। ৫০০ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে নতুন ল্যাট্রিন ও হাইজিন সুবিধা স্থাপন এবং ৭৮০ টি কমিউনটি ক্লিনিকে হাইজিন সুবিধাসহ পুরাতন ল্যাট্রিন সংস্কার করা হবে। এটি ডিপিএইচই দ্বারা উন্মুক্ত টেণ্ডারের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ হবে। আনুমানিক শ্রমিকের প্রয়োজন হবে ৫০০ জন।

পরিবারের আয়ের স্তরের উপর নির্ভর করে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের ঋণ বা অনুদানের মাধ্যমে দুই পিট বিশিষ্ট ল্যাট্রিন ও হ্যান্ড ওয়াশিং স্টেশন সরবরাহ করা হবে। স্থানীয় উদ্যোক্তা (এলই) যারা ট্রেড লাইসেন্সধারী এবং ৩ বছরের গৃহস্থালী পর্যায়ে ল্যাট্রিন স্থাপনে অভিজ্ঞ (অভিজ্ঞতা বাধ্যতামূলক) এবং নলবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপনের (অভিজ্ঞতার গুরুত্ব দেয়া হবে) অভিজ্ঞতা আছে তাদের বাছাই করে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। তিন দিনের এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মধ্যে পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যা (জিবিভি, শ্রম কর্মসংস্থান এবং কাজের শর্ত, পেশাগত সুরক্ষা, কোভিড-১৯ প্রোটোকল ইত্যাদি) ও ইএসএফের সাথে সামঞ্জস্য রেখে টেকনিক্যাল বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও ছবিযুক্ত উপকরণ সরবরাহ করা হবে। প্রশিক্ষিত স্থানীয় উদ্যোক্তাগণ খানা পর্যায়ে ল্যাট্রিন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন করবে। স্যানিটেশন স্থাপনা নির্মাণে প্রায় আড়াই হাজার স্থানীয় উদ্যোক্তা প্রয়োজন হবে যারা গড়ে প্রত্যেকেই এলাকা থেকে ৫ জন শ্রমিক নিযুক্ত করবে। সুতরাং পরিবারের স্যানিটেশন এবং হাইজিন সুবিধার জন্য মোট ১৩,০০০ শ্রমিক প্রয়োজন হবে।

কোভিড-১৯ এর জন্য জরুরি সহায়তা

এটি হ্যান্ড ওয়াশ সুবিধা সহ ছোট নলবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা মোট ৫ টি জেলায় প্রায় ৭০০ টি স্থানে স্থাপন করা হবে। জরুরি কোভিড-১৯ বিষয়ে জরুরি সহায়তার জন্য ছোট নলবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপনে প্রায় ১০০ জন শ্রমিকের প্রয়োজন হবে, যেখানে গড়ে ৩৫ টি অবস্থানের একটি প্যাকেজে ৪/৫ জন শ্রমিকের একটি দল কাজ করবে।

উপরের বর্ণনায় শ্রমিকের একটি অনুমান নির্ভর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তবে এটি চুক্তির সময় নির্ধারণ করা হবে;

শ্রমের প্রয়োজনীয়তার সময়

প্রকল্পটি অনুমোদনের সাথে সাথে সরাসরি কর্মী নিয়োগ করা হবে, বিশেষত পিএমইউ গঠনের অংশ হিসেবে। ঠিকাদারদের সাথে চুক্তির পরে এবং নির্মাণ কাজ শুরুর আগে শ্রমিক নিয়োগ হবে।

শ্রম বাহিনীর বৈশিষ্ট্য

পিএমইউতে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তা এবং পেশাদারদের সমন্বয়ে টিম গঠিত হবে। ঠিকাদারদের শ্রমিকরা বেশিরভাগই অদক্ষ ও কম দক্ষ শ্রমিক হবে এবং স্যানিটেশন ও নলবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে শ্রমশক্তির বৈশিষ্ট্য হিসাবে, মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা খুব বেশি হবে বলে আশা করা যায় না। অনুমান করা যাচ্ছে যে মহিলারা পিএমইউতে প্রযুক্তিগত (ইঞ্জিনিয়ারিং, পরিকল্পনা, এবং ব্যবস্থাপনা) ক্ষেত্রে এবং বেশিরভাগ ঠিকাদারদের কাজের জন্য কর্মচারী হিসাবে কাজ করবে (গৃহকর্মী, রান্না, ক্লিনার ইত্যাদি)। প্রকল্পের জন্য কোনও শিশু বা জোরপূর্বক শ্রম নিয়োগ করা হবে না।

৩. মূল সম্ভাব্য শ্রম ঝুঁকি নিরূপণ

জনসমাগম স্থল ও পরিবার পর্যায়ে নলবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং স্যানিটেশন সুবিধা স্থাপনের জন্য একাধিক ওয়ার্কিং সাইট থাকবে। সাইট প্রতি শ্রমিকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হবে এবং বেশিরভাগ শ্রমিক স্থানীয় লোক হিসেবে নিয়োগ পাবে। এক্ষেত্রে শ্রম শিবির স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়নি। বাইরের অঞ্চল থেকে বৃহৎ শ্রম প্রবাহের সম্ভাবনা ন্যূনতম হবে। একই ধরণের অন্য কোনও প্রকল্পের মতো পরিবেশ ও সামাজিক মূল্যায়ন দ্বারা চিহ্নিত শ্রম ঝুঁকিগুলি নিম্নরূপ:

- চাকরির ক্ষেত্রে প্রচলিত অনুশীলন দেশের শ্রম আইন বা ইএসএস ২ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; উদাহরণস্বরূপ, কাজের মানের সাথে মজুরি ও শিল্পের মান সমানুপাতিক নয়, পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও অবসরের ব্যবস্থা না করে অতিরিক্ত কাজের চাপ, স্বাস্থ্যকর সুবিধার অভাব, মহিলা, প্রতিবন্ধী বা অন্যান্য দুর্বল শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্য, অবৈধ বরখাস্ত, সুবিধা বন্ধ ইত্যাদি।
- শিশু ও জোরপূর্বক শ্রমে নিয়োগ এবং অসাধু শ্রম অনুশীলন।
- বিপজ্জনক কাজে লাগানো, যেমন অনেক উচ্চতা বা সীমিত স্থানে কাজ করা, ভারী যন্ত্রপাতি সহকারে কাজ করা।
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার (ওএইচএস) চর্চা ও প্রক্রিয়ার অভাব, বিশেষত কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাব বিবেচনায়। সংযুক্তিতে উল্লিখিত *সাধারন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা* এবং *কাজ অনুশীলনে সামঞ্জস্যপূর্ণতা* অনুচ্ছেদ দু' টা গাইডলাইনের জন্য উল্লেখ করা যেতে পারে।
- যেহেতু শ্রমিকদের একে অপরের নিকটবর্তী হতে হবে, তাই সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি, বিশেষত শ্রমিকদের পাশাপাশি তাদের আশেপাশের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কোভিড-১৯ বিস্তার লাভের ঝুঁকি বেশি। এ বিষয়ে জ্ঞানের অভাব, পিপিই ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা, সামাজিক দূরত্বের ব্যবস্থার অভাব ঝুঁকির পরিস্থিতি আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অসুস্থ ব্যক্তিকে নিয়ে কী করা উচিত বা কোভিড -১৯ ভাইরাসের সাথে সম্পর্কিত লক্ষণগুলো দেখা গেলে কী করা উচিত সে সম্পর্কে বিস্তারিত পরামর্শ দিয়েছে। সংযুক্তিতে উল্লিখিত *স্থানীয় চিকিৎসা এবং অন্যান্য পরিষেবাদি* এবং *ভাইরাসের নজির বা বিস্তৃতি* অনুচ্ছেদ দু 'টা এ বিষয়টাকে কীভাবে চিহ্নিত করবে তা বর্ণনা করেছে।
- যদিও বেশিরভাগ শ্রমিক স্থানীয় সম্প্রদায়ের লোক হবে তুবও লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা (জেন্ডার বেইজ্ড ভায়োলেন্স - জিবিভি) দেখা দিতে পারে যা মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন হবে। জিবিভি মূল্যায়ন অনুসারে জিবিভি ঝুঁকি কম এবং সম্ভাব্য জিবিভি আচরণবিধি, জিবিভি বিষয়ে কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং মাঠ পর্যায়ে পরিবীক্ষণ দ্বারা হ্রাস পাবে।
- কোভিড-১৯ লকডাউনের জন্য সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার কারণে প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত পণ্য ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে। এই বিষয়টিকে সংযুক্তি *সরবরাহের ধারাবাহিকতা এবং প্রকল্প কর্মকাণ্ড* অনুচ্ছেদে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৪. এক নজরে শ্রম নীতিসমূহ: বিধি-বিধান

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং এর সংশোধনী ২০১৩-তে কর্মসংস্থানের বিধি-বিধান নির্দেশ করা হয়েছে যা ইএসএস ২ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আইনটি নিয়োগকারীদের লিখিত বিবরণী সহ নিযুক্ত কর্মীদের কাজের খুঁটিনাটি, কর্মঘন্টা, মজুরি, ছুটি, কাজের বিবরণ, অভিযোগের পদ্ধতি, সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি জানানোর বাধ্যবাধকতা তৈরি করেছে। আইনে আরো যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে:

- কাজের চুক্তি
- ছুটির প্রাপ্যতা অর্থাৎ বার্ষিক ছুটি, অসুস্থতাজনিত ছুটি, মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং কমপেনসেশন ছুটি
- মজুরির সুরক্ষা (বেআইনী কর্তনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা)
- ছাটাই পদ্ধতি
- কর্মসংস্থান অবসানের ন্যায্য ও অন্যায্য কারণ
- অভিযোগ প্রক্রিয়া

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে (সুরক্ষা) সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রমিকদের সুরক্ষা এবং কাজের পরিস্থিতি বিশদ বিবরণ রয়েছে। এই অধ্যায়ে বর্ণিত প্রধান দিকগুলো হলো:

- ভবনের ও যন্ত্রপাতির সুরক্ষা।- এগুলো স্থাপনের বিষয়গুলো পরিদর্শনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং শ্রমিকদের জন্য অনিরাপদ পাওয়া গেলে তার ব্যবস্থা নেয়ার বিধান রয়েছে।
- যন্ত্রপাতি পৃথকীকরণ, চলমান যন্ত্রপাতি, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি। - বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি পৃথক করতে চারপাশে বেড়া স্থাপন করা এবং সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তার বিশদ বিবরণ রয়েছে।
- মেঝে, সিঁড়ি এবং প্যাসেজ। - নিরাপদ প্রবেশ এবং সহজ নির্গমনের জন্য নির্মাণ ও গঠন কেমন হবে তার বিবরণ রয়েছে।
- অতিরিক্ত ওজন। - কোন শ্রমিকের দ্বারা অতিরিক্ত ওজন না তোলার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।
- বিপজ্জনক ধোঁয়া এবং বিস্ফোরক ও দাহ্য গ্যাস। - কর্মক্ষেত্রে বিপজ্জনক এবং বিস্ফোরক গ্যাস ও ধোঁয়ার ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।
- ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই)। - ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পিপিই)-হেলমেট, গ্লোভস, বুট ইত্যাদি সহ মানসম্পন্ন পিপিই শ্রমিককে সরবরাহ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবে এটা অপরিহার্য।

একই আইন-এর সপ্তম অধ্যায়ে (স্বাস্থ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সুরক্ষা সম্পর্কিত বিশেষ বিধান) বর্ণনা করা হয়েছে:

- বিপজ্জনক কাজ। - সম্ভাব্য সমস্ত বিপজ্জনক কাজ সম্পর্কে আগেই ঘোষণা করতে হবে এবং মহিলা ও শিশুদের এ জাতীয় কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে।
- দুর্ঘটনার বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি। - কর্মক্ষেত্রের যে কোন দুর্ঘটনার বিষয় জানানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- রোগের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি। - আইনের দ্বিতীয় তফসিলে তালিকাভুক্ত যে কোনও রোগে যদি কোন শ্রমিক আক্রান্ত হন তবে তা অবহিত করা বাধ্যতামূলক এবং নিয়োগ কর্তা কর্তৃক শ্রমিকের চিকিৎসা করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- মহিলা কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ। - সুনির্দিষ্ট কার্যাদি তালিকাবদ্ধ করতে হবে যেখানে মহিলারা নিযুক্ত নাও হতে পারেন।

সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন ২০১৮। এই আইনটি ২০১৮ সালে জারি করা হয়েছে যার উদ্দেশ্য জনগণকে সংক্রামক রোগের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিস্তার থেকে রক্ষা করা, রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মূল করা, বিশ্বব্যাপী সতর্কতা জারি করা এবং রোগের প্রাদুর্ভাবের জন্য পারস্পরিক সমর্থন বাড়াতে, সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সম্পর্কিত শিক্ষার বিস্তার, রোগের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা, নিয়মতান্ত্রিক ক্ষয়ক্ষতি সহ অধিকার রক্ষা করা।

৫. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী ও পদ্ধতিসমূহ

শ্রম সংক্রান্ত বিষয়ে দায়িত্বের সংক্ষিপ্তসারটি নীচে যুক্ত করা হয়েছে:

সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা। এলএমপি বাস্তবায়নের সমস্ত দিক পর্যবেক্ষণ করার সামগ্রিক দায়িত্ব পিএমইউ এর, বিশেষত ঠিকাদারদের কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা। পিএমইউ ঠিকাদারের অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি কাজের জন্য ক্রয়ের অংশ হিসাবে সমস্ত এলএমপি দিকগুলিকে অনুসরণে দিকনির্দেশনা দিবে। ঠিকাদার পরবর্তীকালে কর্ম ক্ষেত্রে শ্রমিক পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। ঠিকাদার কর্তৃক বাস্তবায়নকারী সংস্থার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এমন ভাল শ্রম ব্যবস্থাপনার অনুশীলন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা উচিত হবে।

পেশাগত স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা (ওএইচএস)। ঠিকাদারদের অবশ্যই প্রতিনিয়ত গ্রহণযোগ্য নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং সকল ধরনের ঘটনা রেকর্ড করতে হবে। নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সংক্রান্ত ছোট ঘটনা প্রতি মাসে এবং বড় ধরনের ঘটনা তাৎক্ষণিক ভাবে পিএমইউ-তে রিপোর্ট করতে হবে। একই ভাবে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সংস্ক্রান্ত ছোট ঘটনা প্রতি তিন মাস অন্তর এবং বড় ধরনের ঘটনা তাৎক্ষণিক ভাবে বিশ্বব্যাংককে অবহিত করতে হবে।

শ্রম ও কাজের শর্ত। ঠিকাদাররগণ শ্রম সংক্রান্ত যাবতীয় শর্তাবলি যথা- সমতা, মজুরি, কাজের নিরাপদ পরিবেশ ইত্যাদি বিধান মেনে চলবে। জাতীয় আইন অনুসারে শ্রমিকদের কাজের শর্ত পূরণ হয় কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য পিএমইউ পর্যায়ক্রমিক পর্যবেক্ষণ করবে।

শ্রমিকের অভিযোগ। একটি অভিযোগ প্রতিবিধান কমিটি (গ্রিভেন্স রিড্রেস কমিটি - জিআরসি) গঠন কাঠামো সহ এই এলএমপির সাথে একটি অভিযোগ প্রতিবিধান প্রক্রিয়া (গ্রিভেন্স রিড্রেসাল মেকানিজম - জিআরএম) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ঠিকাদারদের জিআরএমের বিধানগুলি মেনে চলতে হবে। সামাজিক বিশেষজ্ঞ/পরামর্শক একটি মাসিক ভিত্তিতে রেকর্ড পর্যালোচনা করবে। পিএমইউ রেজ্যুলিউশনে উল্লেখ রাখবে এবং বিশ্বব্যাংকের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে প্রতিবিম্বিত হবে। প্রকল্প কর্মীদের প্রত্যাশিত সংখ্যার ভিত্তিতে প্রকল্পের জিআরএম ব্যতীত পৃথক নথি হবে, যদিও জিআরএম উভয়ই কমিটির (জিআরসি) সদস্যদের ওভারল্যাপিং কার্য থাকতে পারে। জিআরএমগুলির জন্য প্রতিবেদনের চ্যানেলগুলিও একই হতে পারে।

জিবিভি/এসইএ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সংক্রামক রোগ। কর্মীরা জিবিভি/এসইএ থেকে দূরে থাকা ও বর্জ্য নিরাপদ নিষ্কাশন সম্পর্কে জানে অথবা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কি না এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে ঠিকাদাররা সম্পূর্ণভাবে দায়িত্বশীল হবেন; এবং সংক্রামক রোগ সম্পর্কে কিছু থাকলে তা ঠিকাদাররা জানাবেন বিশেষ করে কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের পরিস্থিতিতে। নিয়মিত উদ্বুদ্ধকরণ, মনিটরিং ও প্রতিবেদনের দায়িত্ব ঠিকাদারের। এটি নিশ্চিত করার জন্য পিএমইউতে একটি মনিটরিং দল থাকবে। অনুচ্ছেদটি '*পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্য নিষ্কাশন* নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ। ঠিকাদারদের নিশ্চিত করা দরকার যে নির্ধারিত কর্মীরা পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং সামগ্রিক সুরক্ষা ব্যবস্থা, সরঞ্জামের ব্যবহার (বিশেষত পিপিই), জিআরএম পদ্ধতি, প্রকল্পের কাজের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত। পিপিই ব্যবহার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সুবিধা ও আচরণ, জিবিভি/এসইএ প্রশিক্ষণ এবং স্বাক্ষরিত আচরণবিধি প্রস্তুতি এবং

প্রাপ্তিও ঠিকাদারের দায়িত্ব। কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য সংযুক্ত সংস্থার কর্মীদের সাথে অনুচ্ছেদ *–প্রশিক্ষণ ও শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ–* এ সংযুক্ত করা হয়েছে।

যাচাইকরণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (এমএন্ডই)। এমএন্ডই পিএমইউগুলির দায়িত্বে প্রকল্পের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হবে। ডিপিএইচই একটি সাধারণ ওয়েব-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে, যা ফলাফলের ফ্রেমওয়ার্কের ভিত্তিতে প্রকল্পের অগ্রগতি ট্র্যাক করার জন্য তৈরি করা হবে। প্ল্যাটফর্মটি অংশগ্রহণকারী এমএন্ডই সমর্থন করবে, যা প্রকল্পের অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রকল্পের স্টেকহোল্ডারদের - যেমন এমএফআই, ইউপি, স্থানীয় ডিপিএইচই এবং পিকেএসএফ কর্মকর্তা এবং পরামর্শদাতাদের অনুমতি দেবে। পিকেএসএফ পুরো প্রকল্পের সময়কালের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে প্রকল্পের ফলাফলগুলি পর্যবেক্ষণ ও যাচাই করতে বেশ কয়েকজন স্বতন্ত্র যাচাই পরামর্শক (আইভিসি) নিয়োগ করবে।

৫.১ শ্রমিক নিয়োগের আগে কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় ঋণ গ্রহীতার নির্দিষ্ট দায়িত্বসমূহ;

পিএমইউগুলিকে নিশ্চিত হওয়া উচিত যে কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব রোধ বা হ্রাস করার জন্য পর্যাপ্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে এবং তারা প্রাদুর্ভাবের ক্ষেত্রে কী করবেন তা সনাক্ত করেছেন। এটি কীভাবে করবেন সে সম্পর্কে পরামর্শগুলি নীচে উল্লেখি হয়েছে:

- পিএমইউ ঠিকাদারদের কাছ থেকে ঝুঁকি মোকাবেলায় ব্যবস্থা গ্রহণের বিশদ বিবরণ জানতে চাইবে। চুক্তিতে স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যা কোভিড-১৯ মোকাবেলায় নির্দিষ্ট পদক্ষেপ সনাক্তকরণ ও প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। পদক্ষেপগুলি বর্তমান প্রকল্পে জরুরি প্রস্তুতি পরিকল্পনার সম্প্রসারণ বা স্বতন্ত্র পদ্ধতি হিসাবে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা হিসাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। এটি লিখিতভাবে করা উচিত (ঋণ গ্রহীতা এবং ঠিকাদারের মধ্যে চুক্তিতে উল্লেখ রাখা)
- পিএমইউ এর জন্য জরুরি ক্ষেত্রগুলি নির্দিষ্ট করে দেওয়া সহায়ক হতে পারে। এর মধ্যে জাতীয় কর্তৃপক্ষ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং অন্যান্য সংস্থাগুলির প্রদত্ত বর্তমান এবং প্রাসঙ্গিক দিকনির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
- প্রকল্পের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ/চিকিৎসা কর্মীদের (যেখানে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত) সাথে নিয়মিত সভা আহ্বান করার জন্য ও পিএমইউ থেকে ঠিকাদারদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং কমপ্লায়েন্স ইস্যুগুলির ডিজাইন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
- যেখানে সম্ভব, একজন ব্যক্তিকে কোভিড-১৯ ইস্যু মোকাবিলার জন্য একটি ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে নির্বাচিত করা। এটি কোনও কাজের তত্ত্বাবধায়ক বা স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ হতে পারে। তিনি সাইটের প্রস্তুতি সমন্বয় করা, গৃহীত পদক্ষেপগুলি কর্মীদের অবগত করা ও স্থানীয় কমিউনিটির অবগতির বিষয় নিশ্চিত করবে। ফোকাল পয়েন্ট অসুস্থ হয়ে পড়লে কমপক্ষে একজন ব্যাক-আপ ব্যক্তিকে মনোনীত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে; সেই ব্যক্তির উচিত যে ব্যবস্থা আছে সে সম্পর্কে সচেতন থাকা।
- যে সমস্ত সাইটে বেশ কয়েকটি ঠিকাদার কাজ করছে সেইজন্য (কার্যত) বিভিন্ন কর্মশক্তি রয়েছে, সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে সমন্বয় ও যোগাযোগের গুরুত্বকে জোর দেওয়া উচিত।
- পিএমইউ উপযুক্ত প্রশমন ব্যবস্থা সনাক্তকরণে প্রকল্পকে সহায়তাদান করতে পারে, বিশেষত যেখানে স্বাস্থ্য ও জরুরি সেবার ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বাস্থ্য সেবাকে জড়িত করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে, পিএমইউ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে প্রকল্প প্রতিনিধিদের সংযোগ স্থাপনে ও কৌশলগত কাজের সমন্বয় সাধনে সহায়তা করার ক্ষেত্রে মূল্যবান ভূমিকা নিতে পারে, যা কাজ সম্পদনে সহজতর হবে। কার্যকর উদ্যোগের জন্য আশেপাশের সরকারী সংস্থা এবং অন্যান্য প্রকল্পগুলির সাথে পরামর্শ ও সমন্বয় করা উচিত।

- কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি মোকাবেলায় প্রকল্পের গৃহিত পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে কর্মীদের উৎসাহ প্রদান করা ও কীভাবে তাদের স্বাস্থ্যবিষয়ে সমস্যা সমাধানে সহযোগীতা করা হচ্ছে বা প্রস্তুতি চলছে তা প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত করা এটা বিদ্যমান প্রকল্পের অভিযোগের ব্যবস্থাটি ব্যবহার করতে শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মীদের উৎসাহিত করা।

৬. নীতিমালা ও পদ্ধতি:

এই বিভাগটি প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় অনুসরণ করার মূল নীতি ও পদ্ধতিগুলির রূপরেখা প্রদান করে যা চুক্তি সম্পাদনের সময় প্রয়োজন মোতাবেক হালনাগাদ ও সংশোধন করা হবে। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং সংশোধনী ২০১৩, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নীতি ২০১৩ এবং সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলকরণ) আইন ২০১৮ এ নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের অধিকার, দায়িত্ব, কর্মসংস্থান, শিশু ও জোর পূর্বক শ্রমের চিত্র তুলে ধরেছে এবং ওএইচএস এর প্রয়োজনীয়তা, সংক্রামক রোগ সম্পর্কিত যেমন কোভিড-১৯ ইত্যাদি বিষয়ে নীচে উপস্থাপিত নীতিগুলি ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তার প্রতিনিধিত্ব করে, তবে এটি প্রয়োজনীয় সব নিয়ে একটি সম্পূর্ণ তালিকা নয়।

শ্রম আইন এবং বিশ্বব্যাংক ইএসএফের ইএসএস ২-তে উল্লিখিত হিসাবে, প্রকল্প কর্মীদের কর্মসংস্থান বৈষম্যহীন এবং সম সুযোগের নীতির ভিত্তিতে করা হবে। কর্মসংস্থান সম্পর্কে যে কোন দিক যেমন নিয়োগ, ক্ষতিপূরণ, কাজের শর্ত এবং চাকরির শর্তাদি, প্রশিক্ষণের অভিগম্যতা, পদোন্নতি বা চাকরি সমাপ্তকরণের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য থাকবে না। নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি ঠিকাদার কর্তৃক গৃহীত হবে এবং সমস্ত কর্মচারীদের সুষ্ঠু আচরণ নিশ্চিত করার জন্য পিএমইউ পর্যবেক্ষণ করবে:

- শ্রম আইনের চাহিদা মোতাবেক নিয়োগের পদ্ধতিগুলি জাতি, ধর্ম, প্রতিবন্ধী, লিঙ্গ এবং আইনে অন্তর্ভুক্ত শ্রমের অন্যান্য ক্ষেত্রের ভিত্তিতে স্বচ্ছ, সুগম ও বৈষম্যহীন হবে।
- চাকরির জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে ঠিকাদার কর্তৃক নির্ধারিত আবেদন পদ্ধতি অনুসরণের বিষয়টি বিবেচিত হবে।
- স্থানীয় এলাকা থেকে শ্রম অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে।
- শ্রমিক নিয়োগ বাবদ কোন খরচ শ্রমিকদের নিকট থেকে নেয়া যাবে না। যদি কোনও নিয়োগ বাবদ খরচ হয় তবে সেটা ঠিকাদার বহন করবে।
- শ্রম চুক্তিগুলি বাংলায় তৈরি করা হবে যাতে সকল শ্রমিক বুঝতে পারে।
- লিখিত ডকুমেন্টেশনের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের শর্তগুলির মৌখিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হবে যাতে সকল কর্মীর পক্ষে শর্তগুলো বুঝতে সহজ হয়
- মহিলা শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ করার সময়, তাদের কর্মসংস্থান সম্পর্কিত সমস্যা ও অভিযোগ উত্থাপনের অধিকার এবং প্রক্রিয়াটি তারা বুঝতে পেরেছেন তা নিশ্চিত করতে হবে।
- পিএমইউ চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে যে কোন জোরপূর্বক শ্রম বা শিশু শ্রমিকের নিয়োগের অনুমতি দেওয়া হবে না।

শ্রম আইন, বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নির্দেশিকা (ইএইচএসজি), (সাধারন নির্মাণ ও ডি-কমিশনিং সহ), ইএসএস ২, সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলকরণ) আইন ২০১৮ এর পাশাপাশি কোভিড-১৯ সমাধানের দিকনির্দেশসমূহে বর্ণিত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা পদ্ধতি (সংযুক্তি) প্রকল্পের অধীনে সমস্ত কার্যক্রম পরিচালিত হবে। তবে, ডাব্লিউবিজি'র ইএইচএসজি (সাধারণ নির্দেশনা, নির্মাণ ও ডি-কমিশনিং সহ) প্রকল্প দ্বারা উত্থাপিত বিভিন্ন পেশাগত স্বাস্থ্য

ও সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাগুলি মোকাবিলার জন্য পর্যাপ্ত নির্দেশনা নাও থাকতে পারে, সুতরাং সেক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী সংস্থা আন্তর্জাতিক ও শিল্পের সুনির্দিষ্ট মানের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী ঠিকাদারের চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করবে। বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক বিডিং ডকুমেন্টগুলিতে জিআইআইপি'র (গুড ইন্টারন্যাশনাল এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রাকটিসেস- জিআইআইপি) নির্দিষ্ট আদর্শমান সন্নিবেশ করা এবং চুক্তিগুলোতে উপযুক্ত স্তরের ঝুঁকির প্রতিফলিন করা উচিৎ হবে।

পিএমইউ বিডিং ডকুমেন্টগুলিতে নির্দিষ্ট ওএইচএস স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োজনীয়তার সাথে অন্তর্ভুক্ত করবে যা এই প্রকল্পের আওতায় সমস্ত ঠিকাদার পূরণ করবে। মানগুলি স্থানীয় বিধি, ডাব্লিউবিজি ইএইচএস নির্দেশিকা, কোভিড-১৯ প্রোটোকল এবং জিআইআইপির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। নিম্নলিখিত ওএইচএস আদর্শমানগুলোর চাহিদা স্মরণ রাখতে হবে:

- ঝুঁকি মূল্যায়ন পদ্ধতি;
- বিপজ্জনক কাজের (উচ্চতায় কাজ করা, উষ্ণ পরিবেশে কাজ করা, পাওয়ার লাইনে কাজ করা, সীমাবদ্ধ জায়গাগুলির মধ্যে কাজ করা সংক্রান্ত) অনুমতি দেওয়া;
- প্রাণঘাতী কাজের বিধি;
- জরুরী প্রতিক্রিয়া পদ্ধতি;
- পতন প্রতিরোধ এবং উচ্চতায় কাজ;
- খনন সুরক্ষা, মই ও মাচা সুরক্ষা; ঝালাই ও কাটিং সুরক্ষা; ক্রেন, ভার উত্তোলন ও মাল তোলার সুরক্ষা; শক্তি এবং হাত সরঞ্জাম সুরক্ষা;
- রাসায়নিক ও বায়ুবাহিত ঝুঁকিতে (ধূলা, সিলিকা এবং অ্যাসবেস্টস সহ) শ্বাস প্রশ্বাসের প্রতিরোধ; বৈদ্যুতিক সুরক্ষা (বিপজ্জনক শক্তি নিয়ন্ত্রণ, নিরাপদ দূরত্ব কাজ, তারের ও নকশা সুরক্ষা, গ্রাউন্ডিং, সার্কিট সুরক্ষা, চাপ ফল্ট সুরক্ষা, পিপিই ইত্যাদি); বিপদ যোগাযোগ; শব্দ এবং কম্পন সুরক্ষা; ইস্পাত দ্রব্য নির্মাণ সুরক্ষা; অগ্নি নির্বাপক; উপাদান হ্যান্ডলিং সুরক্ষা; কংক্রিট এবং রাজমিস্ত্রির সুরক্ষা;
- পিপিই এবং ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ সহ অন্যান্য প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা।

ঠিকাদারগণ একটি নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করবে, সুতরাং যে কোনও নির্মাণ কার্যক্রম শুরুর আগে একটি ঝুঁকি মূল্যায়ন সম্পন্ন হবে এবং প্রযোজ্য সুরক্ষার মান নিশ্চিত ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে। পিপিই এবং অন্যান্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা কর্মীদের বিনা ব্যয়ে সরবরাহ করা হবে। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, বিচ্যুতি এবং অ-সম্মতি, দুর্ঘটনা ও সংশোধনমূলক পদক্ষেপগুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য পর্যায়ক্রমিক ওএইচএস সভা পরিচালনা করা হবে। ঠিকাদারগণ ওএইচএস অনুশীলনের সম্মতি যাচাই করতে অভ্যন্তরীণ ওএইচএস সমীক্ষা ও নিরীক্ষণ করবে। অ-সম্মতি নথিভুক্ত করা হবে ও অভ্যন্তরীণভাবে প্রতিবেদন করা হবে। সংশোধনমূলক পদক্ষেপের জন্য একটি সময়সীমা সেট করা হবে ও তা অনুসরণ করা হবে। প্রতিটি কাজ থেকে বিপদ ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলি তুলে ধরে কাজ শুরু করার আগে দৈনিক ওএইচএস ব্রিফিংগুলি পরিচালনা করা হবে, বিশেষতঃ কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের বিষয়ে অসুস্থতা, গৃহীত পদক্ষেপ এবং কর্মক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা, আঘাত ও গুরুতর আহত হওয়া সম্পর্কে ঠিকাদারগণ পিএমইকে লিখিতভাবে অবহিত করবে। প্রাথমিক চিকিৎসার ও গুরুতর জখমের জন্য সাইটের চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকতে হবে, চিকিৎসার জন্য প্রাক-অনুমোদিত স্বাস্থ্য সুবিধা থাকতে হবে, পাশাপাশি আহত/ অসুস্থ/লক্ষণযুক্ত কর্মীদের উপযুক্ত পরিবহণ থাকতে হবে। ঠিকাদারগণ কেবল অনুমোদিত ব্যক্তিদের কাছেই নির্মাণের সাইটে যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করবে এবং শ্রমিকরা তাদের কাজ সম্পাদনের জন্য প্রশিক্ষণ এবং সামর্থ্যের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করছে কিনা তা যাচাই করবে। সমস্ত কর্মীদের নির্মাণ সাইটে অভিগম্যতা পেতে কমপক্ষে একটি ওএইচএস অন্তর্ভুক্তি অবশ্যই শেষ করতে হবে।

পিএমইউ কমপক্ষে মাসিক সাইট ভিজিট সহ ঠিকাদারের ওএইচএস কর্মক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করবে। এই তদারকিগুলিতে উল্লিখিত মান, দুর্ঘটনা, বিধি লঙ্ঘন, প্রস্তাবনা এবং চলমান সংশোধনমূলক ক্রিয়াকলাপের অগ্রগতি অন্তর্ভূক্তি থাকবে।

প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত যে কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনার বিষয়ে পিএমইউ বিশ্বব্যাংককে যৌক্তিকভাবে দ্রুততম সময়ে অবহিত করবে, যে ঘটনা বা দুর্ঘটনার কারণে পরিবেশ, আক্রান্ত লোকজন, জনসাধারণ বা শ্রমিকদের উপর (শ্রম, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা, নিরাপত্তা ঘটনা, দুর্ঘটনা ইত্যাদি) উল্লেখযোগ্য বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। এই জাতীয় ইভেন্টের মধ্যে কোভিড-১৯ কেস ও উপসর্গ, শ্রমিক আন্দোলন, শ্রমিকের গুরুতর হতাহত বা প্রাণহানী, প্রকল্পের কারণে কমিউনিটির সদস্যদের ক্ষতিগ্রস্ত বা সম্পত্তির ক্ষতি প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

ঠিকাদার আচরণ বিধি (কোড অফ কনডাক্ট - সিওসি) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। ঠিকাদারদের আচরণ বিধির মূল মূল্যবোধ ও সামগ্রিক কাজের সংস্কৃতি, জিবিভি/এসইএ সম্পর্কিত বিধি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, রোগ প্রতিরোধ, কাজের নীতিমালা এবং কোভিড-১৯ প্রোটোকলের বিশেষ চিত্র প্রতিফলিত করবে। আচরণ বিধির সমস্ত শ্রমিকদের নিকট বোধগম্য করতে হবে এবং স্বাক্ষর করতে হবে। আচরণ বিধির বিষয়বস্তু স্ট্যান্ডার্ড বিডিং ডকুমেন্টস (এসবিডি) এ অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

ঠিকাদারকে শ্রমের ক্ষেত্রে ওএইচএস ইস্যুতে পারফরম্যান্স সম্পর্কে পর্যায়ক্রমিক তথ্য সরবরাহ করতে হবে। ঠিকাদারের মাসিক প্রতিবেদনে তথ্যগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং পিএমইউ দ্বারা পর্যালোচনা করা হবে।

৭. চাকুরীর বয়স

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ৩৪-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে কোনও শিশু কোন পেশায় কাজ করার জন্য নিযুক্ত হবে না। ৪৪ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৪ বছরের কম বয়সী যে কেউ শিশু এবং ১৮ বছরের কম কিশোর হিসাবে বিবেচিত হয়। বিশ্বব্যাংক শিশু শ্রমকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে এবং স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে এই জাতীয় কাজে যে কেউ চাকরি পেতে ন্যূনতম ১৮ বছর বয়স প্রয়োজন। আইনটির ৩৭ অনুচ্ছেদে কিশোর-কিশোরীদের চাকরি পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং তারা হালকা কাজ করার জন্য নিযুক্ত হতে পারে।

বিশ্বব্যাংকের মান এবং নির্দেশিকাগুলি অনুসারে, এই প্রকল্পের কর্মসংস্থানের সর্বনিম্ন বয়স ১৮ বছর হতে হবে (কোভিড-১৯ দ্বারা উদ্ভূত সম্ভাব্য বিপজ্জনক পরিস্থিতি বিবেচনা করে) এবং প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্য, সমস্ত কর্মীদের প্রমাণ হিসাবে জাতীয় পরিচয়পত্র নিশ্চিত করতে হবে যাতে তাদের পরিচয় ও বয়স নিশ্চিত করা যায়।

যদি কোনও ঠিকাদার ১৮ বছরের কম বয়সী কোনও ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয় তবে পিএমইউ তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮. শর্তাবলি:

বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের বিধি-বিধান কর্মসংস্থান নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৬৫ এর সাথে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর বিধান দ্বারা পরিচালিত হয়। আইন মোতাবেক নিয়োগ বিধিতে নিয়োগকারীদের কাজের লিখিত বিবরণ সম্বলিত উভয় পক্ষ স্বাক্ষরিত সার্ভিস বুক সরবরাহ করাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে (সংযুক্তি-বি)। এই প্রকল্পের জন্য, ঠিকাদারগণকে তার সমস্ত কর্মচারী (নৈমিত্তিক কর্মচারী সহ) লিখিত কার্য বিবরণী সরবরাহ করতে হবে।

ঠিকাদারগণ সরকার কর্তৃক অর্পিত মজুরি বোর্ডের বর্তমান সিদ্ধান্ত মেনে চলবে, ডিসেম্বর ২০১৮ শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রম সংশোধন মজুরি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছিল। বাজারে প্রচলিত স্থানীয় মজুরি হারের ভিত্তিতে মজুরি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে তবে মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রস্তাবিত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সর্বাধিক মজুরি নিয়মের মধ্যে থাকা মজুরি হারের চেয়ে কম নয়। এই ক্ষেত্রে, সমস্ত শর্তাবলী সহ লিখিত নিয়োগপত্র কর্মীদের দেওয়া হবে।

মনিটরিং ব্যবস্থা হিসাবে, ঠিকাদার কোন অর্থ প্রাপ্তির অধিকারী হবেন না যতক্ষণ না তিনি বিভিন্ন শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে অর্থ প্রাপ্তির আবেদন করেন; বিভিন্ন শর্তের মধ্যে ক) কর্মচারীদের বকেয়া রয়েছে কি না; খ) চুক্তির সমস্ত শর্ত মেনে কর্মসংস্থান চলমান রয়েছে এ ধরনের প্রত্যয়ন পত্র থাকতে হবে। ঠিকাদার যদি তাদের শ্রমিকদের বেতন ভাতা প্রদানের বাধ্যবাধকতা পূরণ না করে তবে পিএমইউ ঠিকাদারের বিল আটকাতে পারবে তা চুক্তির একটি শর্ত হিসেবে উল্লেখ থাকবে।

৮.১ শ্রমিক সংগঠন:

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (ধারা ১৬৬) শ্রমিকদের অধিকারের অনুমোদন দিয়েছে, শ্রমিকদের তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রচার ও সুরক্ষার জন্য ট্রেড ইউনিয়নে যোগদান করা না করার বিষয়ে সকল শ্রমিককে গ্যারান্টি দিয়েছে; বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ মোতাবেক একজন শ্রমিকের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য যৌক্তিক দর কষাকষি, প্রতিনিধিত্ব এবং সমিতি কল্যাণ সংস্থা গঠন ও কোন শ্রমিক কল্যাণ সোসাইটিতে যোগদানের অধিকার রয়েছে। এই আইনের ধারা -৯৯ শ্রমিকদের কল্যাণমূলক কাজের প্রতিনিধিত্ব করে আলোচনার জন্য সম্মিলিত দর কষাকষি এজেন্টের অনুমতি রয়েছে।

৯. অভিযোগ প্রতিবিধান পদ্ধতি (জিআরএম):

শ্রম আইন ২০০৬ এর *৩৩ অনুচ্ছেদে* কোনও শ্রমিককে ছাঁটাই, অব্যাহতি, বরখাস্ত, অপসারণ করা, বা অন্যভাবে চাকরি থেকে বিদায় করা হয়েছে এমন ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ প্রক্রিয়ার বিধান রয়েছে। ধারা ২০২ (*উপবিধি ২৪*) একটি যৌথ দর কষাকষির এজেন্টের (কালেক্টিভ বারগেইনিং এজেন্ট - সিবিএ) বিশেষত শ্রমিকদের কাজের বা পরিবেশের বিষয়ে নিয়োগকর্তার সাথে দর কষাকষির দায়িত্ব বর্ণনা করেছে এবং কোনও স্বতন্ত্র শ্রমিক বা একদল শ্রমিকের পক্ষে এই আইনের অধীনে মামলা পরিচালনা করতে পারবে।

যাইহোক, পিএমইউর ডিজাইন পর্যায়ে ঠিকাদারের নিজস্ব লোকবল পরিচালনার জন্য একটি অভিযোগ প্রতিবিধান কৌশল (গ্রিভান্স রিড্রেস মেকানিজম -জিআরএম) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। ঠিকাদার তাদের নিজস্ব কর্মীর জিআরএম প্রস্তুত করবে। জিআরএম অবশ্যই ভালভাবে প্রচারিত এবং সকলের বোধগম্য ভাষায় লিখিত হবে। কর্মীদের জিআরএম-এ যা অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

- অভিযোগ/অভিযোগ ফর্ম, পরামর্শ বাক্স, ইমেল, একটি টেলিফোন হটলাইনের মতো অভিযোগ গ্রহণের জন্য একটি চ্যানেল যা বেনামে থাকতে পারে;
- অভিযোগের প্রতিক্রিয়া জানাতে নির্ধারিত সময়সীমা নির্ধারণ;
- অভিযোগগুলি সময়মত সমাধান রেকর্ড এবং ট্র্যাক করার জন্য একটি রেজিস্ট্রার;
- অভিযোগ সমাধান, রেকর্ড এবং ট্র্যাক করার জন্য একটি দায়িত্বশীল বিভাগ/শাখা/কমিটি তৈরি।

জিআরএম কর্মীদের মৌলিক প্রশিক্ষণে বর্ণিত হবে, যা সমস্ত প্রকল্প কর্মীদের সরবরাহ করা হবে। প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিত নীতির উপর ভিত্তি করে হবে:

- প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ হবে ও শ্রমিকদের তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করতে এবং অভিযোগ জানাতে দেবে;
- যারা অভিযোগ দায়ের করবে তাদের বিরুদ্ধে কোনও বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে না এবং যে কোনও অভিযোগের বিষয়টি গোপনীয়ভাবে অনুসন্ধান করা হবে;
- বেনামে অভিযোগগুলি অন্যান্য অভিযোগ হিসাবে সমানভাবে বিবেচিত হবে;
- ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ অভিযোগগুলি গুরুতরভাবে বিবেচনা করবে এবং সময়োপযোগী ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়াটি সকলে জানার জন্য তথ্য নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গানো থাকবে এবং অভিযোগ বা মতামত প্রদানের জন্য "পরামর্শ/অভিযোগ বাক্স" নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রকল্প কর্মীদের অভিযোগের ব্যবস্থা শ্রমিকদের শ্রম আইন ২০০৬-এ প্রদত্ত সমঝোতা পদ্ধতি ব্যবহার করতে বাধা দেবে না।

একজন পিএমইউ প্রতিনিধি ঠিকাদারদের রেকর্ডিং এবং অভিযোগগুলির সমাধান নিরীক্ষণ করবেন এবং তাদের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনগুলিতে পিএমইউ-কে এই প্রতিবেদন দাখিল করবেন। প্রক্রিয়াটি পিএমইউর জিআরএম ফোকাল পয়েন্ট (পছন্দনীয় সামাজিক পরামর্শদাতা) দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হবে।

১০. ঠিকাদার ব্যবস্থাপনা:

চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের নিয়োগ দিবে ঠিকাদার যা বাছাই করার প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে পিএমইউ নিম্নলিখিত তথ্যগুলি পর্যালোচনা করবে:

- সর্বজনীন রেকর্ডে তথ্য, উদাহরণস্বরূপ, কর্পোরেট নিবন্ধক এবং প্রযোজ্য শ্রম আইন লঙ্ঘন সম্পর্কিত পাবলিক নথি, শ্রম পরিদর্শক এবং অন্যান্য প্রয়োগকারী সংস্থার রিপোর্ট সহ;
- ব্যবসায়িক লাইসেন্স, নিবন্ধন, অনুমতি এবং অনুমোদন;
- ওএইচএস ইস্যু সহ শ্রম পরিচালনা ব্যবস্থা সম্পর্কিত নথি, উদাহরণস্বরূপ, শ্রম পরিচালনার পদ্ধতি;
- শ্রমিকদের সার্টিফিকেশন/অনুমতি/প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদনের প্রশিক্ষণ;
- সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য বিধি লঙ্ঘনের রেকর্ডস এবং প্রতিক্রিয়া; রেকর্ডযোগ্য ঘটনা;
- দুর্ঘটনা ও প্রাণহত্যার রেকর্ড এবং কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ;
- আইনগতভাবে প্রয়োজনীয় শ্রমিক সুবিধার রেকর্ডস এবং সম্পর্কিত প্রোগ্রামগুলিতে শ্রমিকদের তালিকাভুক্তির প্রমাণ;
- কর্মী বেতনভিত্তিক রেকর্ড সহ, কর্ম ঘন্টা ও বেতন প্রাপ্তিসহ;
- ঠিকাদার ও সরবরাহকারীদের পূর্ববর্তী চুক্তির অনুলিপি ইএসএস ২ এর সাথে সংগতি ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

পিএমইউ চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ঠিকাদারদের কার্য সম্পাদন নিরীক্ষণ করবে, তাদের চুক্তির শর্ত (বাধ্যবাধকতা, উপস্থাপনা এবং ওয়্যারেন্টি) সহ ঠিকাদারদের কমপ্লায়েন্সকে ফোকাস করবে। এর মধ্যে পর্যায়ক্রমিক নিরীক্ষা, পরিদর্শন/ প্রকল্পের অবস্থান বা কাজের সাইট/অথবা শ্রম পরিচালনার রেকর্ড ও ঠিকাদারদের দ্বারা সংকলিত প্রতিবেদনগুলি স্পট চেক অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। ঠিকাদারদের শ্রম পরিচালনার রেকর্ড প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে: (ক) তৃতীয় পক্ষ ও চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের মধ্যে কর্মসংস্থান চুক্তি বা ব্যবস্থাপনার একটি নমুনা; (খ) প্রাপ্ত অভিযোগ ও তাদের সমাধান সম্পর্কিত রেকর্ড; (গ) প্রাণহানি ঘটনা ও সংশোধনমূলক পদক্ষেপের বাস্তবায়ন সহ সুরক্ষা পরিদর্শন সম্পর্কিত প্রতিবেদন; (ঘ) জাতীয় আইন মেনে চলার ঘটনা সম্পর্কিত রেকর্ড; এবং (ঙ) চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের প্রকল্পের শ্রম ও কাজের পরিস্থিতি এবং ওএইচএস ব্যাখ্যা করার জন্য প্রদত্ত প্রশিক্ষণের রেকর্ড।

১১. প্রাথমিক সরবরাহ ও কমিউনিটির কর্মী

প্রকল্পটি ইএসএস ২ দ্বারা সংজ্ঞায়িত কোনও প্রাথমিক সরবরাহকারি ও কমিউনিটির কর্মী ব্যবহার করবে না।

১২. কমিউনিটির স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা:

কমিউনিটির স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ঠিকাদারগণ বিশ্বব্যাপী ইএসএস ৪ দ্বারা নির্ধারিত মানগুলি অনুসরণ করবে। নলবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও স্যানিটেশন সুবিধা স্থাপনের সময় যে কোনও ঝুঁকি বা ঝুঁকি সম্পর্কিত সমস্যা যাচাই করার জন্য ডিপিএইচই এর পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবে । পরিদর্শন করার পরে, ডিপিএইচইর কর্মীগণ কাঠামোগত উপাদানগুলির প্রকৃতি, ব্যবহার এবং এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার দ্বারা সৃষ্ট প্রতিকূল পরিণতির ঝুঁকিকে প্রতিফলিত করবে। প্রকল্পের অবস্থান দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হওয়ায় পানির পাম্পগুলির অবস্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিউনিটির লোকদের সহায়তার জন্য পরামর্শ নেওয়া উচিত।

জনগণের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষায় যে কোনও ঝুঁকি ও প্রভাব পড়তে পারে এমন পরিস্থিতিতে ডিপিএইচই গুণগতমান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম দাড় করাবে। ট্রাফিক ও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, কারণ উপকরণগুলি ট্রাক ও স্থানীয় পরিবহণের মাধ্যমে প্রকল্পের সাইটে পৌঁছে দেওয়া হবে, সুতরাং দুর্ঘটনা এড়াতে ভারী যানবাহনের বেপরোয়া চালনা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

স্থানীয় কমিউনিটির সাথে যোগাযোগের সময় কোভিড-১৯ এর বিস্তারকে বিবেচনায় নেওয়া উচিত। শ্রমিক ও কমিউনিটির সদস্যদের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। যে বাড়িতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পৃথকীকরণ করা হয়েছে তার নির্মাণ কাজ সুনির্দিষ্ট সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত এড়ানো উচিত।

সংযুক্ত অনুচ্ছেদে কমিউনিটির সাথে যোগাযোগের ব্যাপারে একটি গাইডলাইন দেয়া হয়েছে।

সংযুক্তি-১

ঠিকাদারের চুক্তির সাধারণ গাইডলাইন

নির্মাণ প্রকল্পে কোভিড-১৯ বিবেচনা

ভূমিকা: কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ঠিকাদারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ চিহ্নিত করতে হবে। কী কী করা সম্ভব হবে তা প্রকল্পের প্রকৃতির উপর নির্ভর করবে: অবস্থান, বিদ্যমান প্রকল্পের উপকরণ, সরবরাহের সহজলভ্যতা, স্থানীয় পর্যায়ে জরুরি স্বাস্থ্যসেবার সক্ষমতা, এই অঞ্চলে বহুমাত্রিক ব্যবস্থা ও ভাইরাস বিস্তার ইত্যাদির উপর নির্ভর করবে। পরিকল্পনার একটি নিয়মতান্ত্রিক পন্থা হলো দ্রুত পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে জড়িত চ্যালেঞ্জগুলি স্বীকৃতি দিয়ে প্রকল্পটি পরিস্থিতি মোকাবেলার সম্ভাব্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা স্থাপনে সহায়তা করা। উপরে আলোচিত হিসাবে, কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলার ব্যবস্থাগুলি বিভিন্ন উপায়ে উপস্থাপিত হতে পারে (একটি সামাজিক পরিকল্পনা হিসাবে, বিদ্যমান প্রকল্পের জরুরি ও প্রস্তুতি পরিকল্পনার সম্প্রসারণ হিসাবে বা একক পদ্ধতি হিসাবে)। বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো (আইএ) এবং ঠিকাদারদের অবশ্যই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয়ই (যেমন ডাব্লিউএইচও) সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষের জারি করা নির্দেশনার বিষয়ে উল্লেখ করা উচিত, যা নিয়মিত আপডেট করা হয় (সামাজিক দূরত্ব, শ্বাস প্রশ্বাসের স্বাস্থ্যবিধি, স্ব-বিচ্ছিন্নতা, এবং সন্ধানের ক্ষেত্রে জনসাধারণের জন্য পরামর্শ) চিকিৎসা পরামর্শ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিম্নোক্ত ওয়েবসাইটে প্রদত্ত পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে: https://www.Wh..int/emersferences/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public)।

প্রকল্প সাইটে কোভিড-১৯ চিহ্নিতকরণ পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার বাইরের একটি বিষয় এবং এটা এমন একটি বিস্তৃত বিষয়ে যার জন্য প্রকল্প পরিচালনা দলের বিভিন্ন সদস্যের জড়িত হওয়া প্রয়োজন হবে। অনেক ক্ষেত্রে, বিষয়গুলো চিহ্নিত করতে সর্বাধিক কার্যকর পদ্ধতির প্রয়োগের প্রয়োজন হবে এবং নিশ্চিত হতে হবে যে এটা যথাযথ ভাবে প্রয়োগ হচ্ছে কি না। প্রকল্পের প্রসঙ্গে যথাযথ ক্ষেত্রে, পিএমইউ প্রতিনিধি, সুপারভাইজিং ইঞ্জিনিয়ার, ঠিকাদার (উপ-ঠিকাদার), সুরক্ষা ও চিকিৎসা এবং ওএইচএস পেশাদারদের তদারকি প্রকৌশলী, পরিচালনা (যেমন প্রকল্প পরিচালক) সহ কোভিড-১৯ বিষয়গুলি সমাধানের জন্য একটি মনোনীত দল গঠন করা উচিত । পদ্ধতিগুলি স্বচ্ছ ও সহজ, প্রয়োজনীয় হিসাবে উন্নত হওয়া উচিত, এবং কোভিড-১৯ ফোকাল পয়েন্ট দ্বারা তদারকি করা উচিত। পদ্ধতিগুলি নথিভুক্ত করা উচিত, সমস্ত ঠিকাদারকে বিতরণ করা উচিত এবং নিয়মিত সভায় অভিযোজিত করার সুবিধার্থে আলোচনা করা উচিত। নীচে নির্ধারিত কতকগুলো সমস্যা রয়েছে যা প্রত্যাশিত ভাল কর্মক্ষেত্রের পরিচালনার প্রতিনিধিত্ব করে তবে কোভিড-১৯ প্রকল্পের ঝুঁকি নিরূপণ বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

(ক) কর্মীদের চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা

- অনেক নির্মাণ সাইটগুলিতে শ্রমিকদের মিশ্রণ থাকবে। উদহরণ হিসেবে স্থানীয় কমিউনিটির শ্রমিক; দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা শ্রমিক; অন্য দেশ থেকে আসা শ্রমিক। শ্রমিকদের বিভিন্ন শর্তে নিয়োগ দেওয়া হবে এবং বিভিন্ন কাজে লাগানো হবে। শ্রমশক্তির বিভিন্ন দিক মূল্যায়ন করা উপযুক্ত প্রশমন ব্যবস্থা সনাক্তকরণে সহায়ক হবে:
- ঠিকাদারগণ প্রকল্পের শ্রমিকদের কাজের প্রোফাইল তৈরী করবে, এ জাতীয় ক্ষেত্রে কাজ সম্পাদনের সময়সূচী, চুক্তির বিভিন্ন সময়সীমা এবং আবর্তনের (যেমন ৪ সপ্তাহ, ৪ সপ্তাহের অবকাশ) বিশদ প্রোফাইল প্রস্তুত করা উচিত।
- এর মধ্যে ঘরে বসে থাকা শ্রমিকদের (যেমন কমিউনিটি থেকে নিয়োগকৃত) স্থানীয় কমিউনিটির মধ্যে অবস্থানরত কর্মী এবং সাইটগুলিতে আবাসে থাকা শ্রমিকদের বিভাজন হওয়া উচিত। যেখানে সম্ভব, সেখানে এমন শ্রমিকদেরও সনাক্ত করা উচিত যা কোভিড-১৯ এর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে, অন্তর্নিহিত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে বা যারা ঝুঁকিতে থাকতে পারে। শ্রমিকদের মিশ্রণকে নিরুৎসাহিত ও হ্রাস করতে হবে এবং শারীরিক যোগাযোগ এড়ানোর

জন্য যেখানে সম্ভাব্য কাজের ক্ষেত্রগুলি পৃথক করা উচিত।

- সাইটের মধ্যে এবং বাইরে যান চলাচল কমানোর উপায় বিবেচনা করা উচিত। এর মধ্যে বিদ্যমান চুক্তিগুলির মেয়াদ দীর্ঘায়িত করা, ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে কর্মীরা বাড়ি ফিরতে বা ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলগুলি থেকে সাইটে ফিরে আসা এড়াতে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
- সাইটে থাকা শ্রমিকদের সাইটের কাছের লোকদের সাথে যোগাযোগ কমিয়ে আনতে হবে এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তাদের চুক্তির সময়কালের জন্য সাইটটি ছাড়তে নিষেধ করা উচিত, যাতে স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগ এড়ানো যায়।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীতে অবস্থানরত কর্মীদের সাইট আবাসন (প্রাপ্যতার সাপেক্ষে) আলাদা করা উচিত যেখানে তারা একই বিধিনিষেধের অধীন থাকবে।
- স্থানীয় সম্প্রদায়ের কর্মীরা, যারা প্রতিদিন, সাপ্তাহিক বা মাসিক বাড়িতে ফিরে আসে তাদের পরিচালনা করা আরও কঠিন হবে। সাইটে প্রবেশের সময় স্বাস্থ্য পরীক্ষা হওয়া উচিত এবং কিছু সময়ে তাদের প্রয়োজনে আলাদা রাখা বা কাজ না করানো উচিত।

(খ) কর্মস্থলে প্রবেশ ও প্রস্থান করা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কাজ পরীক্ষা করা

কর্মস্থলে প্রবেশ/প্রস্থান সকলের জন্য নথিভুক্ত করা উচিত। সম্ভাব্য পদক্ষেপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

- সাইটে প্রবেশ/প্রস্থান নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সিস্টেম স্থাপন, সাইটের গণ্ডি সুরক্ষিত করা এবং প্রবেশ/প্রস্থান পয়েন্টগুলি নির্ধারণ (যদি তারা ইতিমধ্যে উপস্থিত না থাকে) করে স্থাপন করা উচিত। সাইটে প্রবেশ/প্রস্থানটি নথিভুক্ত করা উচিত।
- সাইটটি সুরক্ষিতকরণ ও প্রবেশ ও প্রস্থান নিয়ন্ত্রণের জন্য নিরাপত্তা কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার (সিস্টেমের উন্নত) ব্যবস্থা, এই জাতীয় ব্যবস্থা কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজনীয় আচরণ এবং যে কোনও কোভিড-১৯ নির্দিষ্ট বিষয় বিবেচনায় রয়েছে।
- প্রশিক্ষণ কর্মীরা যারা সাইটে প্রবেশের উপর নজরদারি করবেন, তাদের কর্মীদের প্রবেশের নথিপত্রের প্রয়োজনীয় সংস্থানগুলি সরবরাহ করবেন, তাপমাত্রা পরীক্ষা করবেন এবং যে কোনও শ্রমিকের প্রবেশের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন তার বিবরণ রেকর্ড করতে হবে।
- কর্মীরা সাইটে প্রবেশ করার আগে বা কাজ শুরু করার আগে কাজের জন্য উপযুক্ত বলে নিশ্চিত করে উচিত। যদিও এর জন্য ইতিমধ্যে পদ্ধতিগুলি নিশ্চিত থাকা উচিত, অন্তর্নিহিত স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি বা যারা ঝুঁকির মধ্যে থাকতে পারে তাদের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। অন্তর্নিহিত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা সহ কর্মীদের স্থানচ্যুত করার বিষয়ে বিবেচনা করা উচিত।
- কর্মী ও অন্যান্য লোকের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা এবং রেকর্ডিং করা।
- কাজ শুরু করার আগে কর্মীদের প্রতিদিনের ব্রিফিং প্রদান, কাশি শালীনতা, হাতের স্বাস্থ্যকরকরণ এবং দূরত্বের ব্যবস্থাসমূহ প্রদর্শন ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে কোভিড-১৯ বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় আনা।
- দৈনিক ব্রিফিংয়ের সময়, কর্মীদের সম্ভাব্য লক্ষণগুলির জন্য স্ব-মনিটরিং প্রক্রিয়া (জ্বর, কাশি) স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং যদি তাদের কারোর লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় বা অসুস্থ বোধ করে তবে তাদের তত্ত্বাবধায়কের কাছে বা কোভিড -১৯ ফোকাল পয়েন্টের কাছে নোটিশ করবে।

- ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চল থেকে আসা কোনও শ্রমিককে বা যে কোনও সংক্রামিত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে ১৪ দিনের জন্য সাইটে ফিরে আসতে বা (যদি এটি সম্ভব না হয়) ১৪ দিনের জন্য এই কর্মীকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া।
- অসুস্থ কর্মীকে সাইটে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখা, প্রয়োজনে স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবাতে রিপোর্ট করা বা ১৪ দিনের জন্য বাড়িতে বিচ্ছিন্ন করা।

(গ) সাধারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয়তাগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যোগাযোগ করা ও পর্যবেক্ষণ করা উচিত:

কোভিড-১৯ এর লক্ষণ সম্পর্কে সাইটে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, এটি কীভাবে ছড়িয়ে পড়ে, কীভাবে নিজেকে রক্ষা করা যায় (নিয়মিত হ্যান্ড ওয়াশিং এবং সামাজিক দূরত্ব সহ) এবং তাদের বা অন্য ব্যক্তিদের লক্ষণ দেখা দিলে কী করবেন (আরও তথ্যের জন্য দেখুন হু কোভিড-১৯ জনগণের জন্য পরামর্শ)।

- স্থানীয় ভাষায় চিত্র এবং পাঠ্য সহ সাইটটির চারপাশে পোস্টার এবং চিহ্নগুলি স্থাপন।
- সাবান, ডিসপোজেবল কাগজের তোয়ালে, বন্ধ বর্জ্য বিন, হ্যান্ড ওয়াশিং সুবিধা পুরো সাইট জুড়ে বিদ্যমান রয়েছে, কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের প্রবেশদ্বার/প্রস্থান সহ; যেখানে টয়লেট, ক্যান্টিন বা খাবার বিতরণ বা পানীয় জলের ব্যবস্থা রয়েছে; কর্মীদের থাকার ব্যবস্থা; বর্জ্য স্টেশনগুলিতে; দোকানে; এবং সাধারণ জায়গাগুলিতে স্বাস্থ্যবিধি বিদ্যমান। যেখানে হ্যান্ড ওয়াশিংয়ের সুবিধা নেই বা পর্যাপ্ত নয়, সেগুলি স্থাপনের ব্যবস্থা করা উচিত। অ্যালকোহল ভিত্তিক স্যানিটাইজার (যদি পাওয়া যায় তবে ৬০-৯৫% অ্যালকোহল) ব্যবহার করা যেতে পারে।
- কর্মীদের থাকার ব্যবস্থা পর্যালোচনা করুন এবং শ্রমিকদের আবাসন সম্পর্কিত আইএফসি/ইবিআরডি গাইডেন্সিতে বর্ণিত প্রয়োজনীয়তার আলোকে মূল্যায়ন করুন: আবাসনের ভাল দিক মূল্যবান দিকনির্দেশনা নির্দেশানা করে।
- সতর্কতামূলক স্ব-বিচ্ছিন্নতার জন্য কর্মীদের আবাসনের কিছু অংশ পাশাপাশি সংক্রামিত হতে পারে এমন কর্মীদের আরও আনুষ্ঠানিক বিচ্ছিন্নকরণ।

(ঘ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং বর্জ্য অবমুক্তকরণ

অফিস, আবাসন, ক্যান্টিন, সাধারণ জায়গা সহ সমস্ত সাইটের সুবিধাগুলির নিয়মিত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরিস্কার করুন। মূল নির্মাণ সরঞ্জামগুলির পরিষ্কার করার প্রোটোকল পর্যালোচনা করুন (বিশেষত যদি এটি বিভিন্ন শ্রমিক দ্বারা পরিচালিত হয়)। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত:

- পর্যাপ্ত পরিচ্ছন্নতার সরঞ্জাম, উপকরণ এবং জীবাণুনাশক সহ পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সরবরাহ করা।
- সাধারণ পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা, উচ্চ পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে বা উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে উপযুক্ত পরিষ্কার পদ্ধতি এবং যথাযথ ফ্রিকোয়েন্সি সম্পর্কে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- যেখানে প্রত্যাশা করা হয়েছে যে ক্লিনার কোভিড-১৯ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে বা সন্দেহজনক অঞ্চলগুলিকে উপযুক্ত পিপিই প্রদান করা হয়েছে: গাউন বা এপ্রন, গ্লাভস, চোখের সুরক্ষা চশমা (মুখোশ, গগলস বা মুখের পর্দা) জুতা পরিষ্কার করতে হবে। যদি উপযুক্ত পিপিই না পাওয়া যায় তবে ক্লিনারদের সর্বোত্তম বিকল্প সরবরাহ করা উচিত।
- পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করার আগে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি (হ্যান্ড ওয়াশিং সহ) প্রশিক্ষণকারীদের প্রশিক্ষণ; কীভাবে নিরাপদে পিপিই ব্যবহার করবেন (যেখানে প্রয়োজন); বর্জ্য নিষ্কাশন (ব্যবহৃত পিপিই এবং পরিষ্কারের উপকরণ সহ)

- অসুস্থ কর্মীদের যত্ন নেওয়ার সময় উৎপাদিত যে কোনও মেডিকেল বর্জ্য নির্ধারিত পাত্রে বা ব্যাগগুলিতে নিরাপদে সংগ্রহ করা উচিত এবং নিম্নলিখিত প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয়তার (যেমন, জাতীয়, ডাব্লিউএইচও) চিকিৎসা এবং নিষ্পত্তি করা উচিত। যদি মেডিকেল বর্জ্যগুলির উন্মুক্ত স্থানে জ্বালানোর প্রয়োজন হয় তবে এটি যথাসম্ভব সীমিত সময়ের জন্য হওয়া উচিত। বর্জ্য হ্রাস ও পৃথক করা উচিত, যাতে কেবলমাত্র অতি স্বল্প পরিমাণে বর্জ্য জ্বালিয়ে দেওয়া যায় (আরও তথ্যের জন্য দেখুন কোভিড-১৯ এর জন্য পানি, স্যানিটেশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার গাইড)।

(ঙ) কাজের অনুশীলনগুলি সামঞ্জস্যকরণ:

কর্মীদের মধ্যে যোগাযোগ হ্রাস বা কমাতে কাজের প্রক্রিয়া ও সময় পরিবর্তনগুলি বিবেচনা করুন, এই বিষয়টি স্বীকৃতি দিয়ে যে এটি সম্ভবত প্রকল্পের সময়সূচিতে প্রভাব ফেলবে। এই ধরনের পদক্ষেপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

- শ্রমিক দলের আকার হ্রাস করা।
- যে কোনও সময়ে সাইটে কর্মীদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করা।
- ২৪ ঘন্টা কাজের ঘূর্ণায়মান পরিবর্তন করা।
- নির্দিষ্ট দূরত্বের কাজ ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা নেয়া।
- কোভিড-১৯ বিবেচনায় নিয়ে সাধারণ সুরক্ষা প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাওয়া। প্রশিক্ষণের মধ্যে সাধারণ পিপিইর যথাযথ ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। সাধারণ পরামর্শ হ'ল যে নির্মাণ শ্রমিকদের কোভিড-১৯ নির্দিষ্ট পিপিই প্রয়োজন হয় না (আরও তথ্যের জন্য দেখুন কোভিড-১৯ এর জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামের পিপিই) ।
- পিপিই ব্যবহার কমাতে কাজের পদ্ধতির পর্যালোচনা করা, যদি সরবরাহ দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায় বা চিকিৎসক কর্মী বা ক্লিনারদের জন্য পিপিই প্রয়োজন হয় তবে কর্মীদের জন্য বিকল্প চিন্তা করা। উদাঃ পানি ছিটানো সিস্টেমগুলি কার্যকর ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, ঝাঁকুনির ট্রাকগুলির গতির সীমা হ্রাস করে ধুলির মুখোশের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করার চেষ্টা করা।
- সাইটের বাইরের অংশে কাজের বিরতি নেওয়া (যেখানে সম্ভব) ব্যবস্থা করা।
- ক্যান্টিন লেআউট পরিবর্তন করা ও খাবারের সময় পর্যায়ক্রমে বিবেচনা করুন সামাজিক দূরত্বের জন্য এবং সাইটে থাকা অবসর সুবিধাগুলিতে অস্থায়ীভাবে অবসরকালীন সীমিতকরণের অথবা অস্থায়ীভাবে সীমাবদ্ধকরণের অনুমতি দেওয়া।
- সামগ্রিক প্রকল্পের সময়সূচী পর্যালোচনা করা প্রয়োজন, বুদ্ধিবৃত্তি কাজের অনুশীলন, শ্রমিক ও কমিউনিটির সম্ভাব্য এক্সপোজার এবং প্রাপ্যতার উপস্থিতি প্রতিফলিত করতে যে পরিমাণে সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন (বা কাজ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেছে) তা মূল্যায়ন করতে সরকারী পরামর্শ এবং নির্দেশাবলী গ্রহণ।

(চ) প্রকল্পের চিকিৎসা পরিষেবাদি

বিদ্যমান প্রকল্প চিকিৎসা পরিষেবাগুলি পর্যাপ্ত কিনা তা বিবেচনা করুন, বিদ্যমান অবকাঠামো (ক্লিনিক/চিকিৎসা কেন্দ্রের আকার, বিছানার সংখ্যা, বিচ্ছিন্ন সুবিধাগুলি), চিকিৎসা কর্মী, সরঞ্জাম ও সরবরাহ, পদ্ধতি এবং প্রশিক্ষণকে বিবেচনা করে। যেখানে এগুলি পর্যাপ্ত নয়, সেখানে সম্ভাব্য পরিষেবাগুলিকে হালনাগাদ করার বিষয়টি বিবেচনা করুন:

- চিকিৎসা অবকাঠামো সম্প্রসারণ এবং এমন অঞ্চলে প্রস্তুত করা যেখানে রোগীদের বিচ্ছিন্ন করা যায়। বিচ্ছিন্নতা স্থাপনের বিষয়ে নির্দেশনা কোভিড-১৯ এর সংশ্লেষের প্রসঙ্গে ব্যক্তিদের পৃথকীকরণের বিবেচনার জন্য ডাব্লুএইচওর

গাইডেন্সে রয়েছে। কর্মীদের থাকার ব্যবস্থা এবং চলমান কাজ থেকে বিচ্ছিন্নতার সুযোগগুলি দূরে অবস্থিত হওয়া উচিত। যেখানে সম্ভব, কর্মীদের একটি একক ভাল বায়ু চলাচলে ঘর (খোলা জানালা এবং দরজা) সরবরাহ করা উচিত। যেখানে এটি সম্ভব নয়, বিচ্ছিন্ন সুবিধাগুলি একই ঘরে শ্রমিকদের মধ্যে কমপক্ষে ১ মিটার দুরত্ব নিশ্চিত করা উচিত, যদি সম্ভব হয় তবে পর্দা দিয়ে শ্রমিকদের পৃথক করা। অসুস্থ শ্রমিকদের তাদের চলাচল সীমাবদ্ধ করা উচিত, সাধারণ অঞ্চল এবং সুবিধা এড়ানো উচিত এবং ১৪ দিনের জন্য লক্ষণগুলি পরিষ্কার না হওয়া অবধি দর্শনার্থীদের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। তাদের যদি সাধারণ অঞ্চল এবং সুবিধা (যেমন রান্নাঘর বা ক্যান্টিন) ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় তবে তাদের কেবল তখনই করা উচিত যখন অপ্রত্যাশিত কর্মীরা উপস্থিত না হন এবং এই জাতীয় ব্যবহারের আগে এবং পরে অঞ্চল/সুযোগ সুবিধা পরিষ্কার করা উচিত।

- চিকিৎসা কর্মীদের প্রশিক্ষণ, যার মধ্যে কোভিড-১৯ সম্পর্কিত বর্তমান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ এবং কোভিড-১৯ এর নির্দিষ্টকরণের জন্য সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। যেখানে কোভিড -১৯ সংক্রমণের সন্দেহ রয়েছে, সেখানে স্বাস্থ্যসেবা, সংক্রমণ রোধ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য অন্তর্বর্তী নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।

- সুযোগ থাকলে চিকিৎসা কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

- সাইটে সরঞ্জাম, সরবরাহ ও ওষুধের বর্তমান স্টক মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় ও সম্ভাব্য যেখানে অতিরিক্ত স্টক রাখা। এর মধ্যে মেডিকেল পিপিই, যেমন গাউন, অ্যাপ্রন, মেডিকেল মাস্ক, গ্লোভস এবং চোখের সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। কী পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে ডাব্লুএইচওর নির্দেশিকাটি দেখুন (আরও তথ্যের জন্য ডাব্লুএইচও এর ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জামের (পিপিই) এর যৌক্তিক ব্যবহার সম্পর্কে গাইডেন্স)।

- বিশ্বব্যাপী অভাবের কারণে যদি পিপিই আইটেম কম থাকে, তবে প্রকল্পের চিকিৎসা কর্মীদের বিকল্পগুলির সাথে একমত হতে হবে এবং সেগুলি সংগ্রহ করার চেষ্টা করা উচিত। সাধারণত নির্মাণ সাইটগুলিতে যে বিকল্পগুলি পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে ধূলিমুক্তকরণ মুখোশ, নির্মাণ গ্লোভস এবং আই গগলস অন্তর্ভুক্ত। এই আইটেমগুলির সুপারিশ করা যায়, যদি কোনও মেডিকেল পিপিই সরবরাহ না থাকে তবে এগুলি সর্বশেষ অবলম্বন হিসাবে ব্যবহার করা উচিত।

- ভেন্টিলেটর সাধারণত কাজের সাইটগুলিতে পাওয়া যায় না এবং যে কোনও ক্ষেত্রে, ইনকিউবিউশন শুধুমাত্র অভিজ্ঞ চিকিৎসা কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত করা উচিত। যদি কোনও শ্রমিক অত্যন্ত অসুস্থ এবং সঠিকভাবে শ্বাস নিতে অক্ষম হয় তবে তাদের অবিলম্বে স্থানীয় হাসপাতালে স্থানান্তর করা (নীচে দেখুন (ছ) দেখুন)

- স্টোরেজ এবং নিষ্কাশন করার ব্যবস্থা সহ চিকিৎসা বর্জ্য নিয়ে কাজ করার জন্য বিদ্যমান পদ্ধতির পর্যালোচনা করুন (আরও তথ্যের জন্য দেখুন কোভিড -১৯ এর জন্য জল, স্যানিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অন্তর্বর্তী নির্দেশিকা এবং স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম থেকে বর্জ্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা)।

(ছ) স্থানীয় চিকিৎসা এবং অন্যান্য পরিষেবাগুলি

প্রকল্পের চিকিৎসা পরিষেবার সীমিত সুযোগের জন্য, প্রকল্পটিতে অসুস্থ কর্মীদের স্থানীয় চিকিৎসা পরিষেবাগুলিতে প্রেরণের প্রয়োজন হতে পারে। এর প্রস্তুতির অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো:

- স্থানীয় চিকিৎসা পরিষেবাদির সংস্থান এবং সক্ষমতা (যেমন বিছানার সংখ্যা, প্রশিক্ষিত কর্মীদের সংখ্যা এবং প্রয়োজনীয় সরবরাহ) সম্পর্কিত তথ্য।

- নির্দিষ্ট মেডিকেল সুবিধার সাথে প্রাথমিক আলোচনা করা, অসুস্থ শ্রমিকদের রেফার করার প্রয়োজন হলে কী করা উচিত তা চিহ্নিত করা।

- প্রকল্পের উপায়গুলি বিবেচনা করে কমিউনিটির সদস্যদের অসুস্থ হওয়ার জন্য প্রস্তুতিতে স্থানীয় চিকিৎসা পরিষেবাগুলিকে সহায়তা করতে সক্ষম হতে পারে, এই বিষয়টি স্বীকৃতি দিয়ে যে পূর্ব-বিদ্যমান চিকিৎসা সেবা রয়েছে তা উপযুক্ত চিকিৎসার অভিগম্যতার জন্য অতিরিক্ত সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে।
- কোন অসুস্থ কর্মীকে চিকিৎসা কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা হবে এবং এই জাতীয় পরিবহণের উপযুক্ততা যাচাই করা উচিত।
- স্থানীয় জরুরী/চিকিৎসা পরিষেবাগুলির সাথে যোগাযোগের জন্য একটি সম্মত প্রোটোকল স্থাপন।
- স্থানীয় চিকিৎসা পরিষেবা/নির্দিষ্ট চিকিৎসা সুবিধাগুলির সাথে একত্রে প্রদত্ত পরিষেবার সুযোগগুলি, রোগীদের গ্রহণের পদ্ধতি এবং (যেখানে প্রাসঙ্গিক) এতে জড়িত কোনও ব্যয় বা অর্থ প্রদানের সাথে সম্মত হওয়া।
- একটি পদ্ধতি প্রস্তুত থাকা উচিত যাতে প্রকল্প পরিচালনা ব্যবস্থা সম্পর্কে সকলের জানা থাকে যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত কোনও শ্রমিক মারা যায় তবে সাধারণ প্রকল্প পদ্ধতি অনুসারে নির্ধারিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। জাতীয় আইনের অধীনে কোনও প্রতিবেদন বা অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা সহ, কী করা উচিত তা সমন্বিত করার জন্য প্রকল্পটির সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা উচিত।

(জ) ভাইরাস সংক্রান্ত ঘটনা ও এর বিস্তৃতি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসা করার জন্য কী করা উচিত বা কোভিড -১৯ ভাইরাসের সাথে সম্পর্কিত লক্ষণগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত পরামর্শ প্রদান করা। (আরও তথ্যের জন্য দেখুন নোভেল করোনাভাইরাস (এনসিওভি) সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ডাব্লুএইচওর গাইডেন্স) প্রকল্পে তদন্তের ক্ষেত্রে ঝুঁকিভিত্তিক পদ্ধতিগুলি নির্ধারণ করা উচিত, কেস এর তীব্রতা (মৃদু, মাঝারি, গুরুতর) এবং ঝুঁকির কারণগুলির (যেমন বয়স, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস) উপর ভিত্তি করে পৃথক পৃথক পদ্ধতিতে পদক্ষেপ নেয়া। এর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

- যদি কোনও শ্রমিকের কোভিড-১৯ এর লক্ষণ থাকে (যেমন: জ্বর, শুকনো কাশি, অবসন্নতা) কর্মীকে অবিলম্বে কাজের অবস্থান থেকে সরানো উচিত এবং সাইটে বিচ্ছিন্ন করা উচিত।
- টেস্টিং যদি সাইটে পাওয়া যায় তবে কর্মীর সাইটে পরীক্ষা করা উচিত। যদি সাইটটিতে কোনও পরীক্ষার ব্যবস্থা না থাকে তবে কর্মীকে পরীক্ষার জন্য স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা উচিত (যদি পরীক্ষার ব্যবস্থা পাওয়া যায়)।
- যদি কোভিড -১৯ এর জন্য পরীক্ষাটি ইতিবাচক হয় বা কোনও পরীক্ষার সুযোগ না হয় তবে শ্রমিককে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। এটি হয় কর্মক্ষেত্রে বা বাড়িতে থাকবে। বাড়িতে থাকলে কর্মীকে প্রকল্পের সরবরাহিত পরিবহণে তাদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া উচিত।
- এলাকায় যে কোনও কাজ পরিচালিত হওয়ার আগে, কর্মচারী যে অঞ্চলে ছিলেন সেখানে উচ্চ অ্যালকোহলের সামগ্রী জীবাণুনাশক সহ ব্যাপক পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। কর্মী দ্বারা ব্যবহৃত সরঞ্জামগুলি জীবাণুনাশক এবং পিপিই নিষ্কাশন করে পরিষ্কার করা উচিত।
- সহকর্মী (অর্থাৎ শ্রমিকরা যাদের সাথে অসুস্থ কর্মীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল) তাদের কাজ বন্ধ করতে হবে এবং তাদের কোনও লক্ষণ না থাকলেও ১৪ দিনের জন্য তাদেরকে পৃথক করা প্রয়োজন।
- পরিবারের কোনও লক্ষণ না থাকলেও পরিবার এবং কর্মীর অন্যান্য ঘনিষ্ঠ পরিচিতিজনকে ১৪ দিনের জন্য তাদের আলাদা করা প্রয়োজন।

- যদি সাইটটিতে কোনও শ্রমিকের মধ্যে কোভিড-১৯ এর একটি ঘটনা নিশ্চিত হয় তবে দর্শকদের সাইটে প্রবেশ করা বাধা দেওয়া উচিত এবং শ্রমিক গ্রুপগুলি যতটা সম্ভব একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত।
- শ্রমিকরা যদি বাড়িতে থাকেন এবং তার কোনও পরিবারের সদস্য রয়েছে যার কোভিড-১৯ এর লক্ষণ নিশ্চিত বা সন্দেহজনক ঘটনা রয়েছে, শ্রমিকের উচিত তাদের পৃথক করে রাখা এবং প্রজেক্ট সাইটে ১৪ দিনের জন্য আলাদা থাকার অনুমতি দেওয়া উচিত, এমনকি যদি তাদের কোনও লক্ষণ নাও থাকে।
- জাতীয় আইন অনুসারে অসুস্থতা, বিচ্ছিন্নতা বা পৃথকীকরণ, বা যদি তাদের কাজ বন্ধ করার প্রয়োজন হয় তবে পুরো সময়কালে শ্রমিকদের অর্থ প্রদান করা অব্যাহত রাখতে হবে।
- কোনও শ্রমিকের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যায় (সাইটে বা স্থানীয় হাসপাতালে বা ক্লিনিকের ক্ষেত্রে) নিয়োগকর্তাকে দিতে হবে।

(ঝ) সরবরাহ এবং প্রকল্প কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা:

যেখানে কোভিড-১৯ দেখা দেয় সেখানে প্রকল্পের সাইটে বা কমিউনিটিতে অভিগম্যতা সীমাবদ্ধ হতে পারে এবং সরবরাহ ও চলাচলে প্রভাব পড়তে পারে।

- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা টিমের (পিএমইউ, তদারকি প্রকৌশলী, ঠিকাদার, সাব-ঠিকাদার) অসুস্থ হয়ে পড়ার ক্ষেত্রে ব্যাক-আপ ব্যক্তিদের নির্বচিন করুন এবং অসুস্থ্য ব্যাক্তির কার্যপ্রণালী সম্পর্কে তাকে বিস্তারিত ধারনা দেয়া যাতে নিয়োগ দেবার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে।
- ডকুমেন্ট পদ্ধতি, যাতে লোকেরা সেগুলি কী তা জানতে পারে এবং এক ব্যক্তির জ্ঞানের উপর নির্ভর না করে।
- প্রয়োজনীয় শক্তি, পানি, খাদ্য, চিকিৎসা সরবরাহ ও পরিষ্কারের সরঞ্জামের সরবরাহের চেইন কীভাবে প্রভাবিত হতে পারে এবং কী কী বিকল্প উপায় রয়েছে তা বিবেচনা করুন। আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং জাতীয় সরবরাহ চেইন পর্যালোচনা, বিশেষত প্রকল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে সরবরাহগুলির জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ (উদাঃ জ্বালানী, খাদ্য, চিকিৎসা, পরিষ্কার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ)। আরও দুর্গম অঞ্চলে প্রকল্পগুলির জন্য জরুরী পণ্যগুলির মধ্যে ১-২ মাসের মজুদের পরিকল্পনা করা উপযুক্ত হতে পারে।
- অতি জরুরী উপকরণ সরবরাহের জন্য অর্ডার দিন/সরবরাহ করুন। যদি মজুদ না থাকে তবে বিকল্পগুলি বিবেচনা করুন (যেখানে সম্ভাব্য)।
- বিদ্যমান নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিবেচনা করুন যা প্রকল্পের ক্রিয়াকলাপ বাধাগ্রস্থ করবে না।
- প্রকল্পটি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা বা পুরোপুরি কাজ বন্ধ করার জন্য কী কী প্রয়োজন হতে পারে তা বিবেচনা করা ও যখন সম্ভব হয় তখন কাজটি পুনরায় শুরু করা উচিত।

(ঞ) শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ ও প্রশিক্ষণ:

শ্রমিকদের তাদের পরিস্থিতি বোঝার জন্য এবং তারা কীভাবে নিজের, পরিবার ও কমিউনিটির সর্বোত্তমভাবে রক্ষা করতে পারে সে সম্পর্ক সচেতন করা দরকার। প্রকল্পের যে পদ্ধতিগুলি বিদ্যমান এবং সেগুলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা উচিত।।

- সাইটের নিকটবর্তী কমিউনিটির এবং প্রকল্প পরিচালনার অ্যাক্সেস ছাড়াই কর্মীদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলি তথ্যের একটি বড় উৎস হতে পারে। এটি কর্মীদের সাথে নিয়মিত কোভিড-১৯ এর ঝুঁকি মোকাবেলায় কী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে তার উপর জোর দেয়া। ভয় দূরে সরিয়ে মনের শান্তি ও ব্যবসায়ের ধারাবাহিকতার একটি

গুরুত্বপূর্ণ দিক। শ্রমিকদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার, তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করার এবং পরামর্শ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত।

- উপরের অংশগুলিতে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা উচিত, যাতে শ্রমিকরা কীভাবে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারে এবং কীভাবে ভাল কাজ সম্পাদন করতে পারে এমন প্রত্যাশা রাখা।
- যদি এমন ধারণা পোষন করে যে, কোনও শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়লে এবং এরপর কর্মস্থলে ফিরে আসলে তবে প্রশিক্ষণ ও কাজের ক্ষেত্রে বৈষম্য তৈরী হবে এধরনের ধারণা দুর করা উচিত।
- প্রশিক্ষণে এমন সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যা সাধারণত কাজের সাইটে প্রয়োজনীয় হবে, যেমন সুরক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার, পিপিই ব্যবহার, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সম্পর্কিত সমস্যা এবং আচরণবিধি।
- যোগাযোগের বিষয়গুলি স্পষ্ট হওয়া উচিত যাতে কর্মীদের নিকট সহজেই বোধগম্য হয় এমন ভাবে ডিজাইন করা, উদাহরণস্বরূপ হ্যান্ড ওয়াশিং এবং সামাজিক দূরত্ব সম্পর্কিত পোস্টার প্রদর্শন এবং যদি কোনও শ্রমিকের লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে কী করা উচিত।

(ট) কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ:

শ্রমিকদের ও কমিউনিটি উভয়ের সুরক্ষার জন্য যে ব্যবস্থাগুলি কার্যকর করা হচ্ছে তার উপর মনোনিবেশ করে সাবধানতার সাথে পরিচালনা করা উচিত। স্থানীয় কমিউনিটিতে অ-স্থানীয় কর্মীদের উপস্থিতি, বা প্রকল্পের সাইটে স্থানীয় কর্মীদের উপস্থিতি দ্বারা কমিউনিটির যে ঝুঁকি রয়েছে তা নিয়ে কমিউনিটি উদ্বিগ্ন হতে পারে। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অনুশীলনগুলি বিবেচনা করা উচিত:

- যোগাযোগ পদ্ধতি পরিষ্কার, নিয়মিত, কমিউনিটির জন্য উপযোগী ও সহজ ভাবে ডিজাইন করা উচিত।
- যোগাযোগে বিদ্যমান উপায়গুলি ব্যবহার করা উচিত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, কমিউনিটির প্রতিনিধিদের সাথে সামনাসামনি বৈঠক সম্ভব হবে না। যোগাযোগের অন্যান্য ফর্ম ব্যবহার করা উচিত; পোস্টার, লিফলেট, রেডিও, পাঠ্য বার্তা, ডিজিটাল সভা ইত্যাদি। ব্যবহার করা উপায়গুলি কমিউনিটির বিভিন্ন সদস্যদের অভিগম্যতার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত, যাতে এই গ্রুপগুলিতে যোগাযোগ পৌঁছে যায় তা নিশ্চিত করে।
- কমিউনিটিকে কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সমাধানের সঠিক উপায় সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। এর মধ্যে শ্রমিক ও কমিউনিটির মধ্যে যোগাযোগ সীমাবদ্ধ বা নিষিদ্ধ করার জন্য সমস্ত পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এগুলি পরিষ্কারভাবে জানানো দরকার, কারণ কিছু ব্যবস্থার কারনে কমিউনিটির আর্থিক প্রভাব পড়বে (যেমন, যদি শ্রমিকরা থাকার জন্য বা স্থানীয় সুবিধা ব্যবহারের জন্য অর্থ প্রদান করে থাকে)। সাইটে প্রবেশের/প্রস্থানের পদ্ধতি, শ্রমিকদের দেওয়া প্রশিক্ষণ এবং কোনও শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রকল্পটি অনুসরণ করার পদ্ধতি সম্পর্কে কমিউনিটিকে সচেতন করতে হবে।
- যদি প্রকল্পের প্রতিনিধি, ঠিকাদার বা শ্রমিকরা কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ করে তবে তাদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা উচিত এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় (উদাঃ ডাব্লুএইচও) কর্তৃপক্ষের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশিকা অনুসরণ করা উচিত।